নাম বুল দুইশত পঞ্চাশ জন সাতে লইয়া উঠিল
৩ মোশার দ্বেষে। তাহারা মোশা ও আহারনের
বিপরিতে একত্র হইয়া কহিল তোমারা আপনারদিগকে
বড় করিতেছ কেননা মণ্ডলির সর্ব্ব জন পবিত্র এ
য়িহুহা তাহারদের মধ্যে তবে তোমরা আপনার
৪ দিগকে কেন কর য়িহুহার মণ্ডলির প্রধান। মোশা
৫ তাহা শুনিয়া হবড়িয়া পড়িল পরে কহিল করহ্ন
ও তাহার সকল সহাযেরদিগকে কল্য য়িহুহা
দেখাইবেন তাহার কে ও পবিত্র কে ও তাহাকে
আনাইবেন আপনার নিবট যাহাকে পশন্দ করিয়া
৬ ছেন তাহাকেই আনাইবেন আপনার নিকট। এ কায
কর করহ্ন ও তাহার সকল সহায় ক লাবুনচি লও
৭ ও তাহাতে অগ্নি ও ধুনা দিও য়িহুহার সাক্ষাত
পরে যে মানুষকে য়িহুহা পশন্দ করেন সে হইবে
পবিত্র তোমরা বড় মহাশয় করাইতেছ আপনারদিগকে
৮ লোঈর সন্তানেরে। পরে মোশা কহিল করহ্নকে
লোঈর সন্তানেরে আমি সাধনা করি অবধান কর
৯ আমার কথা। এ কি ক্ষুদ্র কায তোমারদের গোচরে
যে য়িশরালের ঈশ্বর ভিন্ন করিয়াছেন তোমারদিগকে
য়িশরালের মণ্ডলি হইতে আনাইতে তোমারদিগকে
আপনার নিকট য়িহুহার পবিত্র তাম্বুর সেবা করন
ও মণ্ডলির সাক্ষাত ডাণ্ডানার্থে তাহারদের সেবা
১০ করনের জন্য ও তোমাকে তোমার সকল লোঈর সন্তান
ভাই সুদ্ধ আপনার নিকট আনিয়াছেন যাজকতা কায
১১ ও চেষ্টা কর তোমারা যে কারন তুমি ও তোমার

সকল সহায় সভা হইয়াছ য়িহুহার বিপরিতে
আহানর কে যে তোমরা কচ২ কর তাহার সহিত।
১২ পরে মোশা আলিয়াবের পুত্রেরা দতন ও আবিরমকে
ডাকিতে পাঠাইল ও তাহারা কহিল আমরা আসিব না
১৩ এ কি ক্ষুদ্র কায় যে তুই আনিয়াছিস আমারদিগকে
দুগ্ধ মধু পূর্ন দেশ হইতে আমারদিগকে বনে মারিতে
যদি আপনাকে মোলয়ানা আমারদের রাজা না কর।
১৪ তুই ও না আনিয়াছিস আমারদিগকে দুগ্ধ মধু পূর্ন
দেশে কি ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের অধিকার না দিয়া
ছিস আমারদিগকে এ লোকের চক্ষু কি খসাইয়া
১৫ ফেলিবি আমরা যাব না। তখন মোশা বড় ক্রোধিত
হইয়া বলিল য়িহুহাকে মানিও না তাহারদের
উৎসর্গ আমি তাহারদের এক গাধাও লইলাম না ও
১৬ তাহারদের এক জনকে হিংসা করিলাম না। পরে
মোশা কহিলেন হে করহ্ন তুমি ও তোমার সহায়
লোক কল্য য়িহুহার সাক্ষাত হও তুমি ও তাহারা ও
১৭ আহারন প্রতিজন আপন ধুনচি লওক ও ধূপ থুক
তাহার মধ্যে এবং প্রতি জন আপনার ধুনচি আনুক
য়িহুহার সাক্ষাত দুইশত পঞ্চাশ ধুনচিই তুমি ও এবং
১৮ আহারন দুই জন আপন২ ধুনাচি। তাহাতে প্রতি
জন ধুনচি লইল এবং অগ্নি ও ধূপ তাহার মধ্যে
দিয়া ডাণ্ডাইল মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারে মোশা ও
১৯ আহারনের সহিত। তখন করহ্ন একত্র করিল
সকল মণ্ডলি তাহারদের বিপরিতে মণ্ডলির পবিত্র
তাম্বুর দ্বারে তৎকালে য়িহুহার তেজ প্রকাশ

২০ হইল সকল মণ্ডলির ঠাঁই ও য়িহুহা এ কথা
২১ কহিলেন মোশা ও আহারণকে এ মণ্ডলির মধ্যে
হইতে ভিন্ন হও যাহাতে আমি সংহার করিব
২২ তাহারদিগকে এক নিমিষে। তখন তাহারা হুবড়িয়া
পড়িয়া কহিল আরে প্রভু সর্ব্ব প্রাণীর ঈশ্বর
এক জন পাপ করিলে ক্রোধিত হইবা সকল মণ্ডলির
উপর।

২৩ তখন য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে কহ মণ্ডলি
২৪ কে করক্ষ ও দতন ও আবিরমের তাম্বুর নিকট হইতে
২৫ যাও। তখন মোশা উঠিয়া গেল দতন ও আবিরমের
নিকট এবং য়িশরালের প্রাচীন লোক গেল তাহার
২৬ পাছে। পরে এ কথা কহিল মণ্ডলিকে আমি সাধনা
করি প্রস্থান কর এ দুষ্ট লোকেরদের তাম্বু হইতে ও
তাহারদের কিছু ছুইও না পাছে তাহারদের পাপে
২৭ সংহার হইবা। অতএব তাহারা প্রত্তিদিগে প্রস্থান
করিল করক্ষ ও দতন ও আবিরমের তাম্বু হইতে তখন
দতন ও আবিরম এবং তাহারদের স্ত্রীলোক ও সন্তান
ও বালক বাহিরে আসিয়া ডাণ্ডাইল আপনারদের
২৮ তাম্বুর দ্বারে। পরে মোশা কহিল ইহাতে তোমরা
জানিবা যে য়িহুহা পাঠাইয়া দিয়াছেন আমাকে এ
সকল কার্য্য করিতে আমিই তাহা করিলাম না
২৯ আপনার মন হইতে। যদি এ লোক সকল
লোকের সামান্য মরণে মরে কিম্বা যদি তাহারদের
দুঃখ আর সকল লোকের দুঃখের ন্যায় তবে য়িহুহা
৩০ পাঠাইয়া না দিয়াছেন আমাকে। কিন্তু যদি য়িহুহা

অসম্ভব কার্য্য করেন ও পৃথিবী তাহার মুখ খুলিয়া
গ্রাস করিয়া ফেলে তাহারদিগকে তাহারদের
সকল সমেত ও তাহারা আচম্বিতে নামে খাদেতে
তবে জাত হইবা যে এ লোক কষ্ট করাইয়াছে
য়িহুহাকে।

৩১ মোশা এ কথা কহন সাঙ্গ করিলে ভুমি ফাটিল
৩২ তাহারদের নিচে ও পৃথিবী মুখ খুলিয়া গ্রাস
করিয়া ফেলিল তাহারদিগকে ও তাহারদের ঘর ও
করহের সহায় যে২ সকল লোক ও তাহারদের
৩৩ সকল সামগ্রী তাহারাই ও তাহারদের সকলে
জীবৎ নামিয়া গেল খাদেতে ও তৎক্ষনে পৃথিবী
বন্ধ গেল তাহারদের ওপর ও তাহারদের সকলের
৩৪ সর্ব্বনাশ ছিল মণ্ডলির মধ্যে হইতে। তখন
য়িশরালের সকল যাহারা ছিল তাহারদের
চতুর্দ্দিগে পলাইল তাহারদের নাদেতে তাহারাই
কহিল পাছে পৃথিবী গ্রাস করে আমারদিগকে।
৩৫ অগ্নি ও য়িহুহা থাকিয়া বাহির হইয়া সংহার
করিল সে দুইশত পঞ্চাশ লোককে যে ধুপ উৎসর্গ
করিল।

৩৬ পরে য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে
৩৭ আহারন যাজকের পুত্র আলিয়েঁজরকে কহ ধুনচি
তুলিতে পোড়ান হইতে কেননা তাহার পবিত্র
৩৮ এবং অগ্নি ছড়িয়া দিও ঐখানে। এ লোকের
ধুনচিই যাহারা পাপ করিয়াছে আপনারদের প্রানের
বিপরিতে তাহা দিয়া করুক চৌড়া পাত্র যজ্ঞ কুণ্ড

চাকনের জন্য তাহারা তাহা উৎসর্গ করিল য়িহুহার
সাক্ষাৎ অতএব তাহা পবিত্র এবং তাহা হবে
৩৯ য়িশরালের সন্তানের এক চিহ্ন। তখন আলিয়েঁজর
যাজক সে পিত্তলি ধুনচি লইল যাহাতে সে দগ্ধ
লোক উৎসর্গ করিয়াছিল ও তাহাতে নির্ম্মান করাইল
৪০ চৌড়া পাত্র যজ্ঞ কুণ্ডের চাকনের কারন। এই
য়িশরালের সন্তানেদের এক স্মরনার্থ কোন বিজাতি
যে আহারনের ওষধে নহে যেন নিকট না আইসে
ধুপ উৎসর্গ করিতে য়িহুহার সাক্ষাত ও যেন
হইবে না করহ ও তাহার সহায়ের মত যেমন
য়িহুহা কহিলেন তাহাকে মোশার মারফত।

৪১ কিন্তু পর দিনে য়িশরালের সকল মণ্ডলি কচাং
করিল মোশা ও আহারনের সহিত কহিয়া
৪২ তোমরা খুন করিয়াছ য়িহুহার লোককে। তৎকালে
মণ্ডলি মোশা ও আহারনের বিপরিতে সভা হইয়া
দৃষ্টি করিল মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুরদিগে তাহাতে দেখ
মেঘ আচ্ছাদন করিল তাহা ও য়িহুহার তেজ প্রকাশ
৪৩ ছিল। পরে মোশা ও আহারন আইল মণ্ডলির
৪৪ পবিত্র তাম্বুর সন্মুখে তখন য়িহুহা এ কথা কহিলেন
৪৫ মোশাকে এ মণ্ডলি হইতে যাও আমার তাহারদিগকে
সংহার করনার্থে যেমন এক নিমিসে তাহাতে
৪৬ তাহারা উবরিয়া পড়িল ও মোশা কহিল একটা
ধুনচি লইয়া যজ্ঞকুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া থুও
তাহার মধ্যে ও ধূপ দিয়া মণ্ডলিতে শীঘ্র যাইয়া

প্রায়শ্চিত্ত্য কর তাহারদের কারন কেননা ক্রোধ
বাহিরিয়াছে য়িহুহা হইতে ঘাতই আরম্ভ হইয়াছে
৪৭ যেমন মোশা আজ্ঞা করিল তেমন আহারন লইয়া
দৌড়িল মণ্ডলির মধ্যে ও দেখ তখনি ঘাত আরম্ভ
ছিল লোকের মধ্যে তৎকালে সে ধূপ দিয়া
৪৮ প্রায়শ্চিত্ত্য করিল লোকেরদের কারন ও মৃত্যু
জীবন্তের মধ্য স্থলে ডাণ্ডাইয়া ঘাত নিবর্ত্ত ছিল।
৪৯ যাহারা সে ঘাতে মরিল তাহারা চৌদ্দ হাজার সাত
শত তাহারদের ছাড়া যে মরিল করক্ষের কার্য্যের
৫০ বিষয়। পরে আহারন ফিরিল মোশার কাছে
মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারে এবং ঘাত নিবর্ত্ত ছিল।

পর্ব্ব ১৭ তারপর য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে য়িশরা
লের সন্তানেরদিগকে কহিয়া একং দণ্ড লও তাহার
দের প্রতি জন হইতে তাহারদের বংশানুযায়ি তাহার
দের সকল অধ্যক্ষ হইতেই তাহারদের বংশানুযায়ি
বারো দণ্ডই ও প্রতি জনের নাম লেখ আপনার দণ্ডের
৩ ওপর। ও লেহির দণ্ডের ওপর আহারনের নাম
লেখ একং দণ্ডই হইবে তাহারদের বংশেরদের
৪ অধ্যক্ষের কারন। তাহা থুইয়া রাখ সাক্ষীর
সন্মুখে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুতে যে স্থানে আমি দেখা
৫ করিব তোমারদের সহিত। এ মত হইবে যে জন
আমার মনস্থ তাহারই দণ্ড ফুল ধরিবে ও আমি সাঙ্গ
করিব য়িশরালের সন্তানের কচং যাহা তাহারা করে

৬ তোমারদের বিপরিতে। তাহাতে মোশা য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে কহিলে তাহারদের অধ্যক্ষেরা প্রতি
জন এক২ দণ্ড দিল তাহাকে প্রতি অধ্যক্ষের এক২
দণ্ড তাহারদের বংশানুযায়ি বারো দণ্ডই আহারনের
৭ দণ্ড ছিল তাহারদের দণ্ডের সহিত ও মোশা রাখিল
৮ সে দণ্ড সাক্ষীর তাম্বুতে য়িহুহার সন্মুখে। পর দিবসে
মোশা গেল সাক্ষীর তাম্বুতে ও দেখ লোঈর গোষ্ঠীর
কারন আহারনের যে দণ্ড ফেঙ্গড়ি বাহিল ও ফুল
৯ বাহিল ও বাদাম ফলিল তখন মোশা বাহির করিল
সে সকল দণ্ড য়িহুহার সন্মুখ হইতে য়িশরালের
সকল সন্তানের গোচরে ও তাহারা দৃষ্টি করিয়া
প্রতি জন আপন২ দণ্ড লইল।

১০ এবং য়িহুহা কহিলেন মোশাকে আহারনের দণ্ড
ফিরিয়া আন সাক্ষীর সন্মুখে তাহা রক্ষা করিতে
হুর্জ্জতীরদের বিপরিতে এক চিহ্নার্থে তাহাতে যাগুবা
তাহারদের কচ২ আমা হইতে যেন তাহারা মারে না।
১১ এবং মোশা করিল যেমন য়িহুহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন
১২ তাহাকে তেমনেই করিল। পরে য়িশরালের
সন্তানেরা এ কথা কহিল মোশাকে দেখর আমা মরি
১৩ আমরা ক্ষয় হই আমরা সকলে ক্ষয় হই যে কেহ
য়িহুহার পবিত্র তাম্বুর কিছু নিকট আইসে সে
মরিবেক মরিতে২ আমরা কি সকল ক্ষায় হইব।

পর্ব্ব য়িহুহা কহিলেন আহারনকে তুমি ও তোমার
১৮ সন্তান ও তোমার পিতৃ বংশ সুদ্ধ পবিত্র স্থানের

১৮ অষ্টদশায় পর্ব্ব গননা।

অযথার্থের ভোগ করিবা। তুমি তোমার সন্তান সুদ্ধ
ও ভোগ করিবা তোমারদের যাজকতার অযথার্থ।
২ তোমার পিতৃ গোষ্ঠী লোঈর গোষ্ঠী তোমার
ভ্রাতাগনই সঙ্গে আন তাহারা তোমার সংযুক্ত
হওনার্থে ও তোমার সেবা করনার্থে কিন্তু
তুমি তোমার সন্তান সুদ্ধ সেবা করিবা সাক্ষীর
৩ তাম্বুর সন্মুখে। তাহারা করিবে তোমার
হকুল্লা ও পবিত্র তাম্বুর সমস্ত হকুল্লা কেবল তাহারা
আসিবেক না পবিত্র স্থানের সামগ্রী ও যজ্ঞ
৪ কুণ্ডের নিকট তাহারা ও তোমরা না মরনার্থে।
তাহারাই তোমার সংযুক্ত হবে ও করিবেক
মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর হকুল্লা পবিত্র তাম্বুর সকল
সেবার কারন এবং অন্য বর্ণের কেহ তোমারদের
৫ নিকট আসিবে না। ও তোমারা করিবা
পবিত্র স্থান ও যজ্ঞকুণ্ডের হকুল্লা যেন আর ক্রোধ
৬ হয় না য়িশরালের সন্তানেরদের ওপর। আমি
দেখ আমিই লইয়াছি তোমারদের লোঈ ভ্রাতা
গনকে য়িশরালের সন্তানেরদিগ হইতে তাহারা দেয়া
গিয়াছে তোমারদিগকে এক দানের মত য়িহুহার
৭ কারন মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর সেবা করিতে। অতএব
তুমি তোমার সন্তান সুদ্ধ কর তোমারদের যাজকতা
কায যজ্ঞকুণ্ডের সকল কার্য্যেই ও মধ্যখানে পরদার
ভিতরের কায ও তোমরাই সেবা কর। আমি
দিয়াছি তোমারদের যাজকতা পদ তোমারদিগকে
সেবা করন দানের মত এবং অন্য লোক যে

নিকট আইসে তাহাকে খুন করিতে হবে।
৮ য়িহুহা ও কহিলেন আহারনকে দেখ আমি
দিয়াছি তোমাকে আমার সকল বরনীয় উৎসর্গ
এবং য়িশরালের সন্তানের সকল পবিত্র বস্তুর কার্য্য
আমি তাহাই দিয়াছি তোমাকে ও তোমার সন্তানের
দিগকে সদাকালের বিধি করিয়া সে অভিষেকের
৯ হেতু। মহা পবিত্র বস্তু যাহা অগ্নি হইতে রাখা
যায় তাহার মধ্যে এ হইবে তোমার তাহারদের প্রতি
নিবেদনার্থীয় ও চরু ও পাপ উৎসর্গ ও দোষের
উৎসর্গ যাহা তাহারা দিবেক আমাকে তাহা হবেক
মহা পবিত্র তোমার ও তোমার সন্তানের কারন।
১০ তুমি তাহা খাও মহা পবিত্র স্থানে প্রতি পুরুষ তাহা
খাইতে পাইবে তাহা হবে পবিত্র তোমার কারন।
১১ এই ও তোমার। তাহারদের দানের বরনীয় উৎসর্গ
য়িশরালের সন্তানের সকল দোল উৎসর্গ সুদ্ধ
আমি তাহা দিয়াছি তোমাকে ও তোমার পুরুষ ও
কন্যা সন্তানকে তোমার সাতে সদাকলের বিধি
করিয়া তোমার ঘরে প্রতি শুচি জন খাইতে পাইবে
১২ তাহা। উত্তম তৈল ও দ্রাক্ষা রস ও গোম তাহারদের
প্রথম ফলই যাহা তাহারা উৎসর্গ করিবেক
১৩ য়িহুহাকে তাহা সকল আমি দিয়াছি তোমাকে।
এবং দেশের যাহাং প্রথম পাকা যাহা আনিবেক
য়িহুহার কাছে তাহা হইবে তোমার তোমার ঘরের
১৪ প্রতি শুচি জন তাহা খাইবে য়িশরালের মধ্যে
১৫ প্রতি ঈশ্বরদত্ত বস্তু হইবে তোমার। সমস্ত জীব

যাহা ওৎসর্গ করে য়িহ্হাকে তাহার মধ্যে প্রতি জন্তু
যে গর্ব্ভ খুলে মানুষ হওক কি পশু হওক হইবে
তোমার কিন্তু তুমি অবশ্য মুক্ত কর মানুষের প্রথম
জন্মিত অশুচি জন্তুর প্রথম জন্মিত ও খালাস
১৬ কর। যাহা মুক্ত করিতে হইবে তাহা মুক্ত কর
এক মাস বয়ক্রমাবধি তোমার আন্দাজের মত পাঁচ
শেকল দামের কারন পবিত্র শেকলানুযায়ি তাহাই
১৭ কুড়ি গিরা। কিন্তু গরু কি মেষ কি ছাগলের প্রথম
জন্মিত মুক্ত করিও না তাহাই পবিত্র তাহারদের রক্ত
ছিটিয়া দেও যজ্ঞকুণ্ডের ওপর এবং তাহারদের
চরবি পোড়াও অগ্নিকৃত ওৎসর্গ য়িহ্হার কাছে
১৮ সুগন্ধের কারন। এবং তাহারদের মাংস হইবে
তোমার যেমত দোলনীয় বুক ও দক্ষিন স্কন্ধ তোমার।
১৯ য়িশ্রালের সন্তানের পবিত্র বস্তুর বরনীয় ওৎসর্গ
যাহা য়িশ্রালের সান্তানেরা দেয় য়িহ্হাকে সে
সকল দিয়াছি তোমাকে ও তোমার পুরুষ ও নারী
সন্তানকে তোমার সহিত এক সদাকালের বিধান
করিয়া তাহাই সাদাকালের লবনকৃত বন্দোবস্ত
য়িহ্হার গোচরে তুমি ও তোমার সন্তানেরদের
কারন তোমার সহিত।
২০ য়িহ্হা ও কহিলেন আহারনকে তোমার কিছু
অধিকার হইবে না তাহারদের দেশে ও তোমার কিছু
অংশ হইবে না তাহারদের মধ্যে আমি তোমার
ভাগ ও তোমার অধিকার য়িশ্রালের সন্তানেরদের
২১ মধ্যে দেখ আমি দিয়াছি য়িশ্রালের সকলেরদের

দশমাংশ লেবীর সন্তানেরদিগকে এক অধিকারের
মত তাহারদের সেবার কারন যাহা করে তাহাই
২২ মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর সকল কর্ম্ম। য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে এখান হইতে আইসুক না মণ্ডলির
পবিত্র তাম্বুর নিকট পাছে পাপের ভোগ করিয়া মরে
২৩ কিন্তু লাবীরা করুক মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর কর্ম্ম ও
আপনারদের পাপ ভোগ করিবেক এই সদাকালের
বিধি তামারদের পুরুষানুক্রমে যে তাহারদের কিছু
২৪ অধিকার হইবে না য়িশরালের সন্তানের মধ্যে কিন্তু
য়িশরালের সন্তানের বস্তুর দশমাংশ যাহা ওৎসর্গ
করে এক বরনীয় ওৎসর্গ য়িহ্বহাকে তাহা দিয়াছি
লেবীরদিগের অধিকারের কারন অতএব আমি
বলিয়াছি তাহারদিগকে তাহারদের কিছু অধিকার
হবে না য়িশরালের সন্তানেরদের মধ্যে।

২৫ য়িহ্বহা ও এ কথা কহিলেন মোশাকে। লেবীর
২৬ দিগকে কহ যখন তোমারা লও সে দশমাংশ যাহা
আমি দিয়াছি তোমারদিগকে তোমারদের অধি
কারের কারন য়িশরালের সন্তান হইতে তখন ওৎ
সর্গ কর তাহা হইতে এক বরনীয় ওৎসর্গ য়িহ্বহার
২৭ কারন সে দশমাংশের দশমাংশ। এবং তোমার
দের এ বরনীয় ওৎসর্গ গননা হইবে তোমারদিগকে
যেমন দেয়া যাইত খামারের শস্য কি দ্রাক্ষা চাপের
২৮ পূর্ণতা হইতে। এই মত ওৎসর্গ কর বরনীয় নিবে
দনার্থীয় য়িহ্বহাকে তোমারদের সকল দশমাংশ
হইতে যাহা তোমরা লও য়িশরালের সন্তানেরদের

ঠাঁই ও তাহা হইতে দেও য়িহ্বহার বরণীয় নিবেদ
২৯ নার্থ য়ি আহারন যাজককে। তোমারদের সকল
দান হইতে ওৎসর্গ কর তোমারদের প্রতি বরণীয়
য়িহ্বহার ঠাঁই সে সকলের ওত্তম হইতে তাহার
৩০ পবিত্র ভাগ হইতেই। অতএব কহ তাহারদিগকে
যখন তোমরা তাহার ওত্তম তুলিয়াছ তাহা
হইতে তখন তাহা গননা হইবে লোক্সিরদিগকে
খাঁযারের মারা শস্য ও দ্রাক্ষা চাপের ওৎপন্নের
৩১ মত। তোমরা তাহা খাইতে পার প্রতি জায়গায়
তোমরা ও তোমারদের পরিজন কেননা তাহা
তোমারদের ফলোদয় তোমারদের সেবার কারন
৩২ মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুতে। এবং তাহার হেতু পাপ
ভোগ করিবা না যখন স্বতন্ত্র করিয়াছ তাহার
ওত্তম তাহা হইতে। অসুচি করাইও না য়িশরালের
সন্তানেরদের পবিত্র বস্তু পাছে মরিবা।

পর্ব্ব ১৯ য়িহ্বহা এ কথা কহিলেন মোশা ও আহারনকে
এই শাস্ত্রের বিধান যাহা য়িহ্বহা আজ্ঞা করিয়াছেন
কহিয়া বল য়িশরালের সন্তানেরদিগকে একটা
নিষ্কৃতি রাঙ্গি দিহায়নী যাহাতে কুদাগ নহে এবং
৩ যাহার ওপর জোঁয়ালি কখন ছিল না তাহা আনিয়া
দেহ আলিয়েঁজর যাজককে তাহা আনিবার জন্য
সৈন্য স্থলের বাহিরে এবং কেহ মরুক তাহা তাহার
৪ গোচরে। পরে আলিয়েঁজর যাজক তাহার কিছু
রক্ত অঙ্গুলি করিয়া লওক এবং তাহার কিছু রক্ত
সাতবার ছিটিয়া দিওক মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর ঠিক

৫ সন্মুখে পরে কেহ পোড়াওক সে দ্বিহায়নী তাহার
গোঁচরে তাহার চর্ম্ম মাংস রক্ত গোবর সুদ্ধ ও পোড়া
৬ ওক। পরে যাজক আরজ কাষ্ঠ ও আজব ও সিন্দুরীয়
লইয়া ফেলিয়া দিওক দ্বিহায়নীর পোড়ানের মধ্যে।
৭ তখন যাজক তাহার পরিচ্ছদ ধুক ও জলে স্নান করুক
পরে সৈন্য স্থলে আসিয়া অশুচি হবেক সায়ংকাল
৮ পর্য্যন্ত। যে জন তাহা পোড়াইয়া ফেলে সে তাহার
কাপড় জলে ধুক ও জলে স্নান করুক পরে অশুচি
৯ হওক সায়ংকাল পর্য্যন্ত। এক জন শুচি মানুষ সে
দ্বিহায়নীর ছাই একত্র করিয়া রাখুক পরিস্কার জায়
গায় সৈন্য স্থলের বাহিরে এবং তাহা রাখিতে হবে
য়িশরালের সন্তানের মণ্ডলির কারন ভিন্ন করনের
১০ জলার্থে তাহাই পাপ মোচনের কারন। যে জন একত্র
করে সে দ্বিহায়নীর ছাই সে তাহার কাপড় ধুইয়া
অশুচি হবে সায়ংকাল পর্য্যন্ত। এই সদা
কালের বিধান য়িশরালের সন্তান ও তাহারদের
সহবাসী বিদেশীর কারন।
১১ যে স্পর্শ করে কোন মরা মানুষের শব সে অশুচি
১২ হবে সাত দিন। সে তাহা দিয়া পবিত্র করুক
আপনাকে তৃতীয় দিনে পরে সপ্তম দিনে শুচি
হইবে কিন্তু আপনাকে তৃতীয় দিনে পবিত্র না করিলে
১৩ সপ্তম দিনে শুচি হইবে না। কেহ মরা মানুষের শব
ছুইয়া আপনাকে পবিত্র করে না সে অশুচি করায়
য়িহুহার পবিত্র তাম্বু এবং সে প্রানীকে ছেদন করিতে
হইবে য়িশরালীরদিগ হইতে ভিন্ন করনের জল

ছিটা গেল না তাহার ওপর সেই আছে অশুচি
তাহার অশুচিতা এখন পর্য্যন্ত তাহার ওপর।
১৪ কোন মানুষ তাম্বুতে মরিলে এ বিধান আছে যাহারা
তাম্বুতে আইসে ও যেং তাম্বুতে আছে সে সকল
১৫ হবে অশুচি সাত দিবস। মুক্ত পাত্র যাহার
ওপর ঢাকন বান্ধা থাকে না তাহাই অশুচি।
১৬ ও যে কেহ স্পর্শ করে কোন কাহাকে যে ক্ষেত্রে
তলোয়ারে খুন হইয়াছে কিম্বা মরা মানুষ কি
মানুষের হাড় কি কবর সে অশুচি হবে সাত দিন।
১৭ অশুচি লোকের কারন লইতে হইবে সে পাপ মোচনের
পোড়ান দ্বিহায়নীর ছাই ও স্রোত জল তাহার সহিত
১৮ দিতে হবে এক পাত্রে। পরে এক জন শুচি মানুষ
আজব লইয়া ও জলে ডুবাইয়া ছিটিয়া দিওক
তাম্বু ও সকল সমাগ্রী ও সকল লোকের ওপর
যাহারা সে স্থানে ও তাহার ওপর যে স্পর্শ করিয়াছে
১৯ হাড় কি খুনিত কি মরা মানুষ কি কবর। শুচি
লোক ছিটিয়া দিওক সে অশুচি লোকের ওপর
তৃতীয় ও সপ্তম দিনে তাহাতে সপ্তম দিনে আপনা
কে পবিত্র করিয়া ও কাপড় কাচিয়া ও জলে স্নান
২০ করিয়া সায়ংকালে শুচি হবে। কিন্তু যে মানুষ
অশুচি হইয়া আপনাকে পবিত্র করে না সে প্রানীকে
ছেদন করিতে হবে মণ্ডলি হইতে সে অশুচি করিয়াছে
যিহুহার পবিত্র স্থান ভিন্ন করনের জল ছিটা না
২১ গেল তাহার ওপর সেই অশুচি আছে। এবং

তাহা হবে সদাকালের বিধান তাহারদিগকে যে
জন ছিটিয়া দেয় ভিন্ন করেনের জল সে তাহার
পরিচ্ছদ ধুঁক ও যে জন স্পর্শ করে ভিন্ন করনের জল
২২ সে অশুচি হবে সায়ংকালে পর্য্যন্ত। অশুচি
লোক যাহা২ স্পর্শ করে তাহা হবে অশুচি ও যে প্রাণী
তাহা স্পর্শ করে সে অশুচি হবে সায়ং কাল
পর্য্যন্ত।

পর্ব্ব তখন য়িশরালের সন্তানেরা তাহাই সকল মণ্ডলি
২০ পঁৌছিল ছন অরন্যতে প্রথম মাসে পরে লোক স্থিতি
করিল কদশে এবং মারিয়াম মরিল ও কবরে
২ শোয়ান গেল সে স্থানে। মণ্ডলির কারন জল ছিল
না অতএব তাহারা একত্র হইল মোশা ও আহারনের
৩ বিপরিতে ও লোক বিরোধ করিল মোশার সহিত
কহিয়া আহা যদি আমারদের ভ্রাতারদের সহিত
৪ মরিতাম যাহারা মরিল য়িহুহার গোচরে। কি জন্য
আনিয়াছ য়িহুহার মণ্ডলি এ কাননে আমরা ও
৫ আমারদের পশুগন এখানে মরনের জন্য কেন
আনাইলা আমারদিগকে মিছর হইতে আনিতে
আমারদিগকে এ মন্দ জায়গায় এ বুনন কি ডম্বুর
কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব কি পীবার জলের স্থান
৬ নাহি। তাহাতে মোশা ও আহারন মণ্ডলির সাক্ষাত
হইতে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারে যাইয়া ঢবড়িয়া
পড়িল ও য়িহুহার তেজ প্রকাশ ছিল তাহারদের ঠাঁই।
৭ তখন য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে সে তও

৮ লও পরে তুমি ও তোমার ভাই আহারন মণ্ডলি একত্র
করিয়া পর্ব্বতকে কহ তাহারদের গোচরে ও তাহা
জল বাহিরে দিবেক এবং জল আনিবা তাহার
দের কারন পর্ব্বত হইতে এমত তুমি জল পীতে দিবা
৯ মণ্ডলি ও তাহারদের পশুকে। তাহাতে মোশা
লইলেন সে দণ্ড য়িহুহার সন্মুখ হইতে যেমত
১০ আজ্ঞা দিলেন তাহাকে। তারপর মোশা ও আহারন
সকল মণ্ডলিকে পর্ব্বতের সন্মুখে একত্র করিয়া
কহিল শুন তোমরা হুজ্জতীরারে আমরা কি জল
বাহির করাইব তোমারদের কারন এ পর্ব্বত হইতে।
১১ তাহাতে মোশা তাহার হাত উঠাইয়া দণ্ডে দ্বিবার
বাড়ি মারিল পর্ব্বতে তাহাতে অনেক২ জল বাহিরিল
এবং মণ্ডলি ও তাহারদের পশু পীতে পাইল।
১২ পরে য়িহুহা কহিলেন মোশা ও আহারনকে
তোমরা আস্থা করিল না আমাকে পবিত্র করনার্থে
য়িশরালের সন্তানেরদের দৃষ্টে তেকারন তোমরা
আনিতে পাইবা না এ মণ্ডলি সে দেশে যাহা আমি
১৩ দিয়াছি তাহারদিগকে। য়িশরালের সন্তানেরা দন্দ
করিল য়িহুহার সহিত ও তিনি পবিত্র ছিলেন তাহার
দের মধ্যে অতএব এই মরবা জল।
১৪ পরে মোশা দুত পাঠাইল কদশ হইতে আদোম
দেশের রাজার নিটক কহিতে এমন বলেন তোমার
ভাই য়িশরাল যে সকল বামহ পড়িয়াছে আমার
১৫ দের উপর তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। কি মতে
আমারদের পিতৃগান গিয়াছিল মিসরে ও আমরা

বাস করিয়াছি অনেক কাল মিজরে ও মিজরীরা
দুঃখ দিল আমারদিগকে ও আমারদের পিতৃ
১৬ দিগকে। যখন আমরা নিবেদন করিলাম য়িহুহার
ঠাই তখন তিনি আমারদের কথা শুনিয়া তাহার
দুত পাঠাইয়া আনাইলেন আমারদিগকে মিজর হইতে
এবং দেখ আমরা কদশে তোমার অতি সীমার
১৭ এক সহর। আমি সাধিনা করি তোমাকে যাইতে
দেও আমারদিগকে তোমার দেশ দিয়া আমরা ক্ষেত্র
কি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র দিয়া যাব না ও কূপের জল পীব না
আমরা যাইব রাজ পথ দিয়া আমরা দক্ষিনে
১৮ বায়ে ফিরিব না তোমার সীমা লঙ্ঘন পর্য্যন্ত। কিন্তু
আদোম বলিল যাইও না আমা দিয়া পাছে
১৯ তলোয়ার ধরিয়া আইসি তোমার বিপরিতে। পরে
য়িশরালের সন্তানেরা বলিল আমরা যাইব বড় পথ
দিয়া যদি আমি কি আমার পশু পান করে তোমার
কিছু জল তবে তাহার মূল্য দিব আমি কিছু
করনের বিনা কেবল আমার পা দিয়া তাহাতে
২০ যাইব। সে বলিল যাইও না। পরে আদোম বাহির
আইল তাহার বিপরিতে অনেক লোক ও বড় পরাক্রম
২১ সহিত করিয়া। এমত আদোম যাইতে দিল না
য়িশরালীরদিগকে তাহার সীমানা দিয়া অতএব
য়িশরাল ফিরিল তাহা হইতে।

২২ ও য়িশরালের সন্তান তাহাই সকল মণ্ডলি কদশ
২৩ হইতে যাত্রা করিয়া পৌঁছিল হুর পর্ব্বতে। তখন
য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশা ও আহারনকে হুর

২৪ পর্ব্বতে আদোম দেশের কিনারায়। আহারন একত্র
হইবে তাহার লোকের সহিত কেননা তোমরা আমার
কথার বিপরিত করিল মরবা জলেতে অতএব
সেই প্রবেশ করিবে না সে দেশে যাহা আমি দিয়াছি
২৫ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে। আহারন ও তাহার
পুত্র আলিয়েঁজরকে লইয়া আনহ হুর পর্ব্বতের
২৬ ওপর পরে আহারনের পরিচ্ছদ খুলিয়া দেহ
তাহার পুত্র আলিয়েঁজরের গায় পরে আহারন
তাহার লোকের সহিত একত্র হইয়া মরিবেক সে
২৭ স্থানে। মোশা করিল য়িহুহার আজ্ঞার মত ও
তাহারা গেল হুর পর্ব্বতের ওপর সমস্ত মণ্ডলির
২৮ দৃষ্টে। পরে মোশা খুলিল আহারনের পরিচ্ছদ
ও তাহা দিল তাহার পুত্র আলিয়েঁজরের
২৯ গায় তার পর আহারন মরিল সেখানে পর্ব্বতের
মাথায় এবং মোশা ও আলিয়েঁজের নামিল পর্ব্বত
হইতে। যখন সকল মণ্ডলি দেখিল যে আহারন
মরিয়াছিল তখন তাহারা শোকিত হইল ত্রিশ দিন
আহারনের কারন য়িশরালের সকল বংশই।—

পর্ব্ব খানাঁনীরদের উরদ রাজা যে বাস করিল
২১ দক্ষিনে যখন শুনিতে পাইল যে য়িশরাল আসি
তেছে সুল্যারদের পথ দিয়া তখন সে য়িশরালের
সহিত যুদ্ধ করিয়া লুটিয়া ধরিল তাহারদের কতক
২ লোককে। অতএব য়িশরালেরা এক মানন করিল
য়িহুহার কাছে কহিয়া যদি অবশ্য এ লোককে

আমার করতলে করিবা তবে ঘোলয়ানা নষ্ট করিব
৩ তাহারদের সহর। য়িহুহা য়িশরালের কথা
শুনিয়া করতলে করাইলেন ঘনাঁয়নীরদিগকে অতএব
তাহারা ঘোলয়ানা নষ্ট করিল তাহারদিগকে ও
তাহারদের সহর পরে রাখিল সে স্থানের নাম
হুর্ম্মা।

৪ তারপরে তাহারা হুর পর্ব্বত ছাড়িয়া ঊরাবী
সমুদ্রের পথে গেল আদোম দেশের চতুর্দ্দিগে যাই
বার কারন তাহাতে লোকের প্রান বড় নিরাশ্বাস
৫ পাইল সে পথের কারন। অতএব লোক কহিল
ঈশ্বর ও মোশার বিপরিতে কেন আনিয়াছ আমার
দিগকে মিছর হইতে মরিতে এ বনে এখানে ভক্ষ্য
নহে জল নহে ও আমারদের প্রান ঘৃনা করে এ
৬ পাতলা ভক্ষ্য। তাহাতে য়িহুহা পাঠাইলেন জ্বলন্ত
সর্প লোকেরদের মধ্যে ও তাহারা কামড়াইল
লোককে যেন য়িশরালের অনেক লোক মরিল।

৭ অতএব লোক মোশার কাছে আসিয়া বলিল
আমরা পাপ করিয়াছি আমরা কহিয়াছি য়িহুহা ও
তোমার বিপরিতে কামনা কর য়িহুহার কাছে যে
তিনি লইয়া যান এ সর্প আমারদিগ হইতে। অতএব
৮ মোশা কামনা করিল লোকের কারন। তখন
য়িহুহা কহিলেন মোশাকে একটা বীশবির সর্প
বানাইয়া নিশানের কারন কর পরে এমত হইবে প্রতি
জন যাহার দংশন হইয়াছে তাহার ওপর দৃষ্টি
৯ করিয়া বাঁচিবে। অতএব মোশা এক পিত্তলের

সর্প গড়াইয়া নিশানের কারন করিল তারপর এমত
ছিল যদি কাহাকে সর্পে কামড়াইল সে পিত্তলের
সর্পকে দেখিয়া বাঁচিল।

১০ তারপর য়িশরালের সন্তান যাত্রা করিয়া টোল খাড়া
১১ করিল আবতে পরে আবত ছাড়িয়া পুনর্ব্বার যাত্রা
করিল ও স্থিতি করিল কাননের ঈই উবরিমে যাহা
১২ মোয়াবের সন্মুখে সূর্য্য ওঠনেরদিগে। তাহারা সে
১৩ স্থান ছাড়িয়া স্থিতি করিল জরদ নদীর কাছে। পরে
সে স্থান ছাড়িয়া স্থিতি করিল আর্ননের ও পার
সেই অরন্যে যাহা যায় আমরীরদের সীমা হইতে।
মোয়াব ও আমরীরদের মধ্যে স্থলে আর্নন আছে
১৪ মোয়াবের সীমা। অতএব য়িহুহার সংগ্রাম পুস্তকে
লেখা যায় তিনি কি করিলেন ঊরাবী সমুদ্রে ও আর্নন
১৫ নদীতে ও সে নদীর স্রোতের কাছে যাহা যায়
ঊরের বসতির নিকট যাহা মোয়াবের কিনারায়।
১৬ পরে তাহারা সে স্থান ছাড়িয়া গেল বারে তাহাই সে
কূপ যাহার বিষয় য়িহুহা কহিলেন মোশাকে লোক
কে একত্র কর ও আমি জল দিব তাহারদিগকে।
১৭ তখন য়িশরালেরা এ গীত গাইল ওঠ কূপরে গাও
১৮ তোমরা তাহার কাছে। অধ্যক্ষেরা খুদিল সে
কূপ লোকের মহামহীমেরা খনন করিল তাহা
আপনারদের দণ্ড দিয়া ব্যবস্থা কর্ত্তার আজ্ঞায়।
১৯ পরে তাহারা গেল অরন্যে হইতে মত্তনায়। ও
মত্তনা ছাড়িয়া নহালিএলে এবং নহালিএল ছাড়িয়া
২০ বামতে। ও বামত যাহা মোয়াব দেশের এক

মাটে তাহা ছাড়িয়া পসগোর মাথায় যাহা যিশিমনের
সন্মুখে।
২১ তখন যিশরালেরা দূত পাঠাইল আমরীরদের
২২ রাজা শীহ্ননের নিকট কহনার্থে। আমাকে যাইতে
দেও তোমার দেশ দিয়া আমরা ফিরিব না ক্ষেত্রে কি
দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে আমরা পীব না তোমার কূপের জল কিন্তু
২৩ রাজ পথ দিয়া যাব তোমার সিমা লঙ্ঘন পর্য্যন্ত। কিন্তু
শীহ্নন তাহার দেশ দিয়া যাইতে দিল না যিশরালকে
কিন্তু শিহ্নন তাহার সসৈন্য করিয়া গেল অরন্যতে
যিশরালের বিপরিতে এবং যিহচে পৌঁছিয়া যুদ্ধ
২৪ করিল যিশরালের সহিত। তাহাতে যিশরালেরা
মারিল তাহাকে তলোয়ারের কোপে ও তাহার দেশ
করতল করিল আর্নন হইতে যিবক পর্য্যন্ত তাহাই
ঔমনের সন্তান পর্য্যন্ত। ঔমনের সন্তানের সীমাই
২৫ বড় শক্ত। যিশরালীরা সে সকল সহর লইয়া
বসতি করিল আমরীরদের সকল সহরে তাহাই
২৬ হ্ষশবোন ও তাহার সকল নগরে। হ্ষশবোন ছিল
আমরীরদের শীহ্নন রাজার সহর যে যুদ্ধ করিয়া
ছিল মোয়াবের পূর্ব্ব রাজার সহিত ও লইয়া ছিল
২৭ তাহার সকল ভূমি আর্নন পর্য্যন্ত। এতদর্থে
যাহারা উপদেশে কহে তাহারা বলে হ্ষশবোনে
আইসরে শীহ্ননের সহর গঠন ও প্রস্তুত হওক।
২৮ আগুন গিয়াছে হ্ষশবোন হইতে শিখাই শীহ্ননের
সহর হইতে তাহা ধ্বংস করিয়াছে মোয়াবের ঔর
২৯ এবং আর্ননের উচ্চ স্থানের প্রধানেরদিগকে। সন্তাপ

তোমাকে মোয়াবরে হে খমোশের লোক তোমারদের
সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার যেৎ পুত্র কন্যা পলাইয়া
বাঁচিয়াছে তাহারদিগকে লুটিয়া দিয়াছে আমরীর
৩০ দের রাজা সীহোনকে। আমরা বান এড়িনাম
তাহারদের ওপরে হশবোন নষ্ট আছে দীবন
পর্য্যন্ত। আমরা নষ্ট করিয়াছি তাহারদিগকে
নফহ তাহাই মীদবা পর্য্যন্ত।
৩১ এহেতু য়িশরাল বাস করিল আমরীদের দেশে।
৩২ তৎকালে মোশা লোক পাঠাইলেন য়িজের তজবিজ
করিতে ও তাহারা তাহার নিকটে নগর বেরিয়া খেদিয়া
৩৩ দিল সেখানকার আমরীরদিগিকে। পরে তাহারা
মুখ ফিরিয়া গেল বশন পথে তখন বশনের ওগ
রাজা সকল সৈন্য সুদ্ধ গেল তাহারদের বিপরিতে
৩৪ সংগ্রামে। তখন য়িহুহা কহিলেন মোশাকে ভয়
করিও না তাহাকে তাহাকে ও তাহার সকল লোক
ও তাহার দেশ দিয়াছি তোমার হাতে। তুমি কর
তাহাকে যেমত করিয়াছ আমরী রাজা সীহোনকে
৩৫ যে বাস করিল হশবোনে। অতএব তাহারা মারিল
তাহাকে এবং তাহার সন্তানকে ও সমস্ত লোকের
দিগকে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার কেহ জীবত রহিল না
এবং তাহার দেশাধিকারী হইল।

পর্ব্ব ২২ পরে য়িশরালের সন্তানেরা যাত্রা করিল এবং
টোল ফেলিল মোয়াবের সমান ভূমিতে য়িদ্দনের
এ পার য়িরিহোর নিকট।

২ জপোরের পুত্র বলাক দেখিল যাহা২ য়িশরালেরা
৩ করিয়াছিল আমরীরদিগকে। তাহাতে যোয়াব বড়
ভয়াথ ছিল লোকের বিষয় কেননা তাহারা অনেক
এবং যোয়াব বড় মনস্তাপিত ছিল য়িশরালের
৪ সন্তানের কারনে যোয়াব ও বলিল মদীনের প্রাচীন
লোককে এখন এ মানবা চাটিয়া ফেলিবে আমারদের
চতুর্দ্দিগের সকলকে যেমত গরু চাটিয়া ফেলে
ক্ষেতের ঘাশ। সে সময় জপোরের পুত্র বলাক ছিল
৫ যোয়াবীরদের রাজা। অতএব সে দুতগনকে
পতরে পাঠাইল বওরের পুত্র বলঔমের নিকট
তাহাই তাহার জাতিরদের সন্তানের দেশের নদীর
নিকট তাহাকে ডাকিতে ও কহিতে এক লোক আছে
যে আসিয়াছে মিসর হইতে দেখ তাহারা ঢাকে
পৃথিবীর মুখ ও স্থিতি করিতেছে আমার সন্মুখে।
৬ অতএব আমি কাকুতি করি তোমার কাছে আইস
শাপ দেও এ লোককে আমার জন্য কেননা তাহারা
আমা হইতে অতিশক্তি কি জানি আমি তাহাতে
জিনিতে পারিব ও মারিতে পারিব তাহারদিগকে ও
খেদিয়া দিতে পারিব তাহারদিগকে এ দেশ হইতে।
আমিই জানি যাহাকে তুমি বর দিতেছ সে বরগ্রস্ত ও
৭ যাহাকে শাপ দিতেছ সে শাপগ্রস্ত। অতএব যোয়াব
ও মদীনের প্রাচীন লোক যাত্রা করিল মন্ত্রের নজর
হাতে করিয়া এবং তাহারা বলঔমের নিকট পঁহুছিয়া
৮ কহিল বলাকের কথা তাহাকে। সে বলিল তাহার
দিগেকে আজিকার রাত্রি থাক এখানে পরে আমি

সংবাদ দিব তোমারদিগকে যেমত যিহুহা কহিবেন
আমাকে অতএব মোয়াবের অধ্যক্ষগন স্থিতি করিল
৯ বলআমের সহিত। ঈশ্বর বলআমের কাছে
আসিয়া বলিলেন এই কোন লোক তোমার সহিত।
১০ বলআম বলিল ঈশ্বরকে মোয়াবের রাজা বলাক
ছপোরের পুত্র লোক পাঠাইয়াছে আমার কাছে এ
১১ কথা কহিতে দেখ এক লোক আসিয়াছে মিসর
হইতে যে ঢাকে পৃথিবীর মুখ আইস শাপ দেও
তাহারদিগকে আমার কারন কি জানি আমি জিনিতে
পারিব ও খেদাইয়া দিতে পারিব তাহারদিগকে।
১২ ঈশ্বর কহিলেন বলআমকে যাইও না তাহারদের সহিত
শাপ দিও না এ লোককে কেননা তাহারা বরপ্রাপ্য।
১৩ অতএব বলআম প্রাতকালে উঠিয়া বলিল বলাকের
অধ্যক্ষেরদিগকে আপনার দেশে যা তোমরা যিহুহা
আমাকে যাইতে দেন না তোমারদের সহিত।
১৪ তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগন উঠিয়া গেল বলাকের
কাছে ও বলিল বলআম আসিতে চান না আমারদের
সহিত।

১৫ অতএব বলাক আরবার অধ্যক্ষগনকে পাঠাইল
১৬ অধিক লোক ও তাহারদিগ হইতে সম্ভ্রান্ত। তাহারা
বলআমের নিকট পৌঁছিয়া বলিল এ কথা কহেন
ছপোরের পুত্র বলাক আমি সাধিনা করি কিছু যেন
বারন করে না তোমাকে আসিতে আমার কাছে।
১৭ আমি তোমার বড় নাম করাইব ও যাহা২ বলিবা

তাহা করিব অতএব আমি কাকুতি করি তোমাকে
১৮ আইস শাপ দেহ এ লোককে। তখন বলআম
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল বলাকের চাকরগণকে যদি
বলাক দিবেন আমাকে তাহার ঘর রূপা সোনা
পূর্ণ আমি লঙ্ঘিতে পারি না যিহুহা আমার ঈশ্বরের
১৯ কথা কমি বেশি করিতে। অতএব আমি মিনতি
করি তোমারদিগকে স্থিতি কর এখানে আজিকার
রাত্রি আমার জানিবার জন্য যিহুহা আর কি কহিবেন
২০ আমাকে। ঈশ্বর বলআমের কাছে রাত্রিতে
আসিয়া বলিলেন যদি সে লোক তোমাকে ডাকিতে
আসিয়াছে তবে উঠ যাও তাহারদের সহিত কিন্তু যে
২১ কথা আমি কহি তোমাকে তাহা কর। প্রাতঃকালে
বলআম উঠিয়া জীন বান্ধিল তাহার গাধীর উপরে
ও যাত্রা করিল মোয়াবের অধ্যক্ষগণের সহিত।
২২ ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল তাহার যাওনের
কারণ পরে ঈশ্বরের দূত পথে দাণ্ডাইল তাহার শত্রু
২৩ হইবার কারণ। সেই গাধী আরোহন করিতেছিল
ও তাহার দুই চাকর তাহার সহিত। গাধী দেখিল
ঈশ্বরের দূত দাণ্ডাইতেছে পথে খুলা তলোয়ার
হাতে করিয়া অতএব গাধী পথ ছাড়িয়া ফিরিয়া গেল
ক্ষেত্রে তাহাতে বলআম মারিল গাধীকে তাহাকে
২৪ পথে ফিরাইতে। কিন্তু যিহুহার দূত দাণ্ডাইল
দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের এক পথে যেখানে দ্বিদিগে দেয়াল
২৫ গাধী যিহুহার দূতকে দেখিয়া চলিল দেয়ালের
কাছে ও চাপাইল বলআমের পা দেয়ালেতে অতএব

২৬ সে আরবার মারিল তাহাকে। পরে যিহুহার দুত
আর কিছু আগে যাইয়া দাণ্ডাইল এক সাটো জায়
গায় যেখানে দক্ষিনে বামে ফিরিবার পথ নহে।
২৭ গাধী যিহুহার দুতকে দেখিয়া পড়িল বলআমের
নিচে তখন বলআমের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া সে
২৮ লাঠি মারিল গাধীকে তখন যিহুহা খুলিলেন
সে গাধীর মুখ তাহাতে সে কহিল বলআমকে
আমি কি করিয়াছি তোমাকে যে তুমি তিনবার
২৯ মারিয়াছ আমাকে। বলআম বলিল গাধীকে তুই
নিন্দা করিয়াছিস আমাকে যদি তলোয়ার হইত
৩০ আমার হাতে তবে মারিয়া ফেলি তোকে। গাধী বলিল
বলআমকে আমি তোমার গাধী নহি যাহার ওপর
আরোহন করিয়াছ আমি তোমার হওন অবধি
অদ্য পর্য্যন্ত এ আমার দস্তুর এমন করিতে কোন
৩১ কালে। সে বলিল নহে। তখন যিহুহা খুলিলেন
বলআমের চক্ষু এবং সে দেখিল ঈশ্বরের দুত দাণ্ডাই
তেছে পথে খুলা তলোয়ার হাতে করিয়া তখন সে
৩২ মাথা দণ্ডবত করিয়া প্রবড়িয়া পড়িল। যিহুহার দুত
বলিল তাহাকে কি নিমিত্ত মারিয়াছ তোমার গাধীকে
এ তিনবার দেখ আমি বাহিরে গেলাম তোমার
বিপরিত করিতে কেননা তোমার পথ মন্দ আমার
৩৩ গোচরে। গাধী আমাকে দেখিয়া ফিরিল আমা হইতে
এ তিনবার যদি ফিরিয়া না যাইত তবে অবশ্য মারিয়া
ফেলিতাম তোমাকে ও তাহাকে বাঁচিয়া রাখিতাম।
৩৪ বলআম বলিল যিহুহার দুতকে আমি পাপ করিয়াছি

আমি জানিলাম না যে আপনি দাণ্ডাইতেছিলেন পথে আমার বিপরিতে অতএব এখন যদি আপনি কষ্ট
৩৫ তবে ফিরিয়া চলিব। য়িহহার দূত বলিল বলডীমকে লোকের সহিত যাও কিন্তু যেই কথা আমি কহি তোমাকে তাহা কহ। অতএব বলডীম চলিল বলাকের অধ্যক্ষেরদের সহিত।

৩৬ যখন বলাক শুনিতে পাইল বলডীমের পৌঁজনের কথা তখন মোয়াবের এক সহরে গেল দেখা করিতে তাহার সহিত যাহা আর্নানের কিনারায় তাহার অতি
৩৭ সীমানায়। তখন বলাক কহিল বলডীমকে আমি কি বড় যত্ন করিয়া ডাকিতে না পাঠাইলাম প্রথমে তোমার নিকট কি জন্য আইলা না আমার কাছে আমি কি
৩৮ তোমার বড় নাম করিতে পারি না। বলডীম কহিল বলাককে দেখ আমি আসিয়াছি তোমার কাছে এখন আমার কি কিছু পরাক্রম আছে কোন কথা কহিতে যে কথা ঈশ্বর দেন আমার মুখে তাহা
৩৯ মাত্র কহিব। বলডীম গেল বলাকের সহিত এবং
৪০ তাহারা গুতুরিল করিৎ হুজতে। বলাক উৎসর্গ করিল গরু ও মেষ পরে লোক পাঠাইল বলডীম ও
৪১ তাহার সঙ্গি অধ্যক্ষেরদের ঠাঁই। পর দিনে বলাক বলডীমকে লইয়া গেল বওলের উচ্চ স্থানে তাহার সেখান থাকিয়া লোকের অতি দূর ভাগ দেখনার্থে।

পর্ব্ব পরে বলডীম কহিল বলাককে সাতটা যজ্ঞকুণ্ড
২৩ গঠন কর আমার কারন এবং প্রস্তুত কর সাতটা

২ গরু ও সাতটা মেষ আমার জন্য। তখন বলাক
করিল যেমন বলওাম কহিয়াছিল। পরে বলাক
ও বলওাম ওৎসর্গ করিল একটা গরু ও একটা
৩ মেষ প্রতি যজ্ঞকুণ্ডের ওপর। বলওাম ও কহিল
বলাককে খাড়া হও তোমার আহুতির কাছে ও
আমি যাব কি জানি যিহুহা আসিয়া ঘটিবেন আমার
সহিত পরে যাহা২ তিনি দেখাইবেন আমাকে তাহা
আমি কহিব তোমাকে তারপরে সে গেল এক ওচ্চ
৪ স্থানে। এবং ঈশ্বর ঘটিলেন বলওামের সহিত তখন
সে বলিল আমি প্রস্তুত করিয়াছি সাতটা যজ্ঞকুণ্ড ও
ওৎসর্গ করিয়াছি এক গরু ও এক মেষ প্রতি এক
৫ যজ্ঞকুণ্ডের ওপরে। তখন যিহুহা এক কথা দিলেন
বলওামের মুখে ও বলিলেন বলাকের কাছে
৬ পুনর্ব্বার যাইয়া এমত কহ। সে পুনর্ব্বার তাহার
কাছে গেলে দেখ সে দাণ্ডাইল তাহার অহুতির
৭ নিকট সে ও মোয়াবের সকল অধ্যক্ষ। তখন সে
ওপদেশ ধরিয়া বলিল মোয়াবের রাজা বলাক
আনিয়াছেন আমাকে আরাম হইতে পূর্ব্বদেশের
পর্ব্বত হইতেই কহিয়া আইস শাপ দেও যাঁকুবকে
আমার জন্য। আইস ঘৃনিৎ করাও যিশরালকে।
৮ আমি কেমন শাপ দিব তাহাকে যাহাকে ঈশ্বর শাপ
না দিয়াছেন কেমন ঘৃনিৎ করাইব তাহাকে যাহাকে
৯ ঈশ্বর ঘৃর্না করেন না। পর্ব্বতের মাথা থাকিয়া
আমি দেখি তাহাকে ও গিরি থাকিয়া দৃষ্টি করি
তাহাকে। দেখ লোক স্বতন্ত্র বসতি করিবে ও গনন

১০ হবে না বর্নেরদের সামিলে। কেতা গনন করিতে
পারে যাঁকুবের ধূলা কি য়িশরালের চতুর্থাংশ
আমি যেন মরি প্রকৃতার্থিকের মরন আমার অন্ত
১১ যেন তাহার মত। তাহাতে বলাক বলিল বলউামকে
কি কার্য্য করিয়াছ আমি ডাকিলাম তোমাকে শাপ
দিতে আমার শত্রুগনকে দেখ তুমি আশীর্বাদ
১২ দিয়াছ তাহারদিগকে সকল সুদ্ধা। সে প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল আমার কি অবশ্য সাবধান করিয়া য়িহহার
কথা কহিতে হয় না যাহা তিনি দিয়াছেন আমার
১৩ মুখে। তারপর বলাক বলিল তাহাকে আমি নিবেদন
করি আইস আমার সঙ্গে আর এক স্থানে যাহা
থাকিয়া দেখিতে পাইবা তাহারদিগকে তুমি দেখিবা
কেবল তাহারদের দুর ভাগ কিন্তু তাহারদিগকে
সকল দেখিতে পাইবা না ও শাপ দেও তাহারদিগকে
সে স্থান হইতে আমার কারন।

১৪ পরে সে আনিল তাহাকে ছফিমের ক্ষেত্রে
পসগার মাথায় ও নির্ম্মান করিল সাতটা যজ্ঞকুণ্ড
তারপর উৎসর্গ করিল এক গরু ও এক মেষ প্রতি
১৫ যজ্ঞকুণ্ডের উপর। তখন সে বলিল বলাককে
দাণ্ডাও এখানে তোমার আহুতির কাছে যাবৎ
আমি য়িহহার সহিত মিলিতে যাই ও খানে।
১৬ য়িহহা ঘটিলেন বলউামের সহিত ও কথা দিলেন
তাহার মুখে ও বলিলেন বলাকের কাছে পুনর্ব্বার
১৭ যাইয়া এ কথা বল। তাহাতে তাহার কাছে আসিয়া
দেখ সে দাণ্ডাইতেছিল তাহার আহুতির নিকট ও

মোয়াবের অধ্যক্ষগান তাহার সহিত তখন বলাক বলিল
১৮ য়িহুহা কি কহিয়াছেন। তাহাতে সে তাহার উপদেশ
ধরিয়া বলিল উঠ বলাকেরে শুন অবধান কর আমার
১৯ বচন চপ্পোরের পুত্রহে। ঈশ্বর মানুষ নহেন যে তিনি
মিথ্যা কথা কহিবেন তিনি মনুষ্যের সন্তান নহেন যে
তাহার বাক্য অন্যথা হবে তিনি কথা কহিয়া সে কার্য্য
করিবেন না তিনি বলিয়া কি কার্য্য পূর্ন করিবেন না।
২০ দেখ আমি আশীস করন আজ্ঞা পাইলাম তিনি ও
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন ও আমি তাহা অন্যথা করিতে
২১ পারি না। তিনি যাঁকুবের অযথার্থ ও য়িশরালের
অতিক্রম না দেখিয়াছেন। য়িহুহা তাহার ঈশ্বর
আছেন তাহার সহিত ও রাজ বর্ত্তমান নাদ আছে
২২ তাহারদের মধ্যে। প্রভু আনিয়াছেন তাহার
দিগকে মিসর হইতে তাহার বল আছে গাণ্ডারের
২৩ বলের মত। অবশ্য মন্ত্র নহে যাকুবের বিপরিতে ও
গুনী কার্য্য নহে য়িশরালের বিপরিতে এ কালানুযায়ি
বলিতে হবেক যাঁকুব ও য়িশরালের বিষয় ঈশ্বর
২৪ কি করিয়াছেন। দেখ লোক উঠিবে বড় সিংহের
মত ও গাত্রোত্থান করিবে যুবা সিংহের ন্যায়
সিকার না খাইয়া ও মরার রক্ত না পীয়া শুইবে না।
২৫ তখন বলাক বলিল বলউামকে শাপ দিও না
২৬ আশীর্ব্বাদ দিও না তাহারদিগকে। কিন্তু বলউাম
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল বলাককে আমি এ কথা
বলিলাম না তোমাকে যাহা২ য়িহুহা কহেন

আমার আবশ্যক আছে তাহা সকল কহিতে।
২৭ পরে বলাক বলিল বলউামকে আমি কাকুতি করি
তোমাকে আইস আমি আনিব তোমাকে আর এক
জায়গায় কি জানি ঈশ্বরের সন্তোষ হইবে যে তুমি
শাপ দিবা তাহারদিগকে সেখান হইতে আমার জন্য।
২৮ তাহাতে বলাক আনিল বলউামকে ফেউারের মাথায়
২৯ য়িশমনের সন্মুখে ও বলউাম বলিল বলাককে
গঠন কর এখানে সাতটা যজ্ঞকুণ্ড ও প্রস্তুত কর
৩০ সাতটা গরু ও সাতটা মেষ আমার কারন। তাহাতে
বলাক করিল যেমন বলউাম কহিয়াছিল ও
উৎসর্গ করিল এক গরু ও এক মেষ প্রতি এক যজ্ঞ
কুণ্ডের উপর।

পর্ব্ব ২৪ যখন বলউাম দেখিল যে য়িহুহার সন্তোষ
আশীর্ব্বাদ দিতে য়িশরালকে তখন সে অন্য সময়ের
মত গেল না মন্ত্র চেষ্টা করিতে কিন্তু তাহার মুখ
২ করিল অরন্যেরদিগে পরে বলউাম দৃষ্টি করিয়া
দেখিল য়িশরালকে তাহারদের সকল গোষ্ঠীরানুযায়ি
তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আইল তাহার উপরে
৩ ও সে তাহার উপদেশ লইয়া বলিল বউরের পুত্র
বলউাম বলিয়াছে যে জনের চক্ষু প্রসন্ন হইল সে
৪ কহিয়াছে। যে জন তাহার চক্ষু মেলিয়া অবসন্ন
হইতেং শুনিল ঈশ্বরের বচন ও দেখিল সর্ব্বশক্তি
৫ দর্শনীয় সেই কহিয়াছে। হে য়াকুব কেমন বিলক্ষন
তোমার টোল ও তোমার তাম্বু ওহে য়িশরাল।

৬ যেমন মাঠ তেমন মেলা যেমন ওদ্যান নদীর কিনারায়
যেমন অগুর বৃক্ষ যাহা য়িহুহা রুপিয়াছিলেন যেমন
৭ আরজ বৃক্ষ জলের কিনারায়। সে ঢালিবে জল তাহার
কলসি হইতে তাহার বীজ ও হবে অনেক জলে তাহার
রাজা হবেক আগাগ হইতে বড় ও তাহার রাজ্য প্রধান
৮ হবেক। ঈশ্বর আনিলেন তাহাকে মিসর হইতে
তাহার আছে যেমত গাণ্ডারের বল। সে খাইয়া
ফেলিবে তাহার শত্রুবর্গনকে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে
তাহারদের হাড় তাহার বান এড়িয়া বিন্ধিয়া ফেলিবে
৯ তাহারদিগকে। সে লুকাইল সে বসিল সিংহের
মত ও বড় সিংহের মত কেড়া ওঠাইতে পারে
তাহাকে ধন্য তাহাকে যে ধন্য বলে তোমাকে ও
শাপ হওক তাহার যে শাপ দেয় তোমাকে।
১০ তখন বলাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল বলআমের
ওপর তাহাতে হাত তালি দিয়া বলিল বলআমকে
আমি ডাকিলাম তোমাকে শাপ দিতে আমার শত্রুগন
কে দেখ তুমি এ তিনবার নিতান্ত আশীর্বাদ দিয়াছ
১১ তাহারদিগকে। অতএব এখন আপনার স্থানে
চলহ আমি ভাবিলাম তোমার বড় নাম করাইতে
কিন্তু দেখ য়িহুহা বারন করিয়াছেন তোমার সম্ভ্রম।
১২ বলাআম বলিল বলাককে তোমার যে দূত পাঠাইলা
আমার কাছে আমি তাহারদিগকে ও কহিলাম না
১৩ যদি বলাক দিবেক আমাকে তাহার ঘর রূপা সোনা
পূর্ন তবে আমি লঙ্ঘিতে পারি না য়িহুহার আজ্ঞা
আপনার মনেতে ভাল মন্দ করিতে। কিন্তু যাহা

১৪ য়িহ্হা বলেন তাহা বলিব। এখন দেখ আমি যাই
আপনার লোকের কাছে অতএব আইস আমি
জানাইব তোমাকে এ লোক কি করিবে তোমার
লোককে শেষ কালে।

১৫ তারপর তাহার উপদেশ লইয়া বলিল বওরের পুত্র
বলঔম বলিয়াছে যাহার চক্ষু মেলিয়াছে সে জন
১৬ বলিয়াছে যে জন শুনিল ঈশ্বরের বচন এবং
সর্ব্বোব্যক্ত জ্ঞান পাইয়াছে যে জন তাহার চাক্ষু
মেলিয়া অবসন্ন হইতেং দেখিল সর্ব্বশক্তির দর্শনীয়
১৭ সে বলিয়াছে। আমি পাইব তাহার দর্শন কিন্তু
এখন নহে আমি তাহার দর্শন পাইব কিন্তু নিকট
নহে। একটা নক্ষত্র আসিবেক যাঁকুব হইতে ও
একটা রাজদণ্ড উৎপন্ন হইবে য়িশ্রাল হইতে সে
মারিবেক মোয়াবের কোনা ও সংহার করিবেক
১৮ শতের সকল সন্তানেরদিগকে। আদোম হবে
অধিকার শঈর ও হইবে তাহার শত্রুর অধিকার।
১৯ ও য়িশ্রাল নির্ভয় কার্য্য করিবেক। যিনি শাসিবেন
তাহার উৎপত্তি হইবে যাঁকুব হইতে ও সংহার
২০ করিবেন তাহাকে যে সহরে থাকে। পরে ঔমলকের
দিগে দৃষ্টি করিয়া উপদেশ লইয়া বলিল ঔমলক
বর্গিনের প্রথম কিন্তু এ তাহার শেষ তাহার
২১ যোলযানা ক্ষয় হইবে। তারপর দৃষ্টি করিল
কীনীরদেরদিগে ও তাহার উপদেশ লইয়া বলিল
তোমার বসতি মজবুত ও বাসা বান্ধিয়াছ পর্ব্বতে।
২২ কিন্তু কীনী ক্ষয় হইবে আশর তোমাকে লুটিয়া লইয়া

২৩ যাওন পর্য্যন্ত।   পরে তাহার উপদেশ লইয়া বলিল
আহা ঈশ্বর ইহা যখন করেন তখন কে বাঁচিতে
২৪ পারিবে।   জাহাজ ও আসিবেক যতীয় ভূমি হইতে
ও দুঃখ দিবে আশ্বরকে ও দুঃখ দিবে এবরকে সে ও
২৫ যোলয়ানা ক্ষয় হইবে।   পরে বলআম উঠিয়া
গেল নিজ স্থানে বলাক ও চলিয়া গেল।

পর্ব্ব ২৫ য়িশরাল বাস করিল শতিমে তৎকালে লোক
অসৎক্রিয়া করিতে লাগিল মোয়াবের কন্যারদের
সহিত। তাহারা লোককে ডাকিল তাহারদের দেবতার
যজ্ঞতে তাহাতে লোক খাইল এবং প্রণাম করিল
৩ তাহারদের দেবগনকে।   য়িশরাল সংযোগ হইল
বআল ফগোরের সহিত তাহাতে য়িহ্বহার ক্রোধ
৪ প্রজ্বলিত ছিল য়িশরালের উপর।   তখন য়িহ্বহা
বলিলেন মোশাকে লোকের সকল প্রধানেরদিগকে
ধরিয়া ফাঁসি দেহ য়িহ্বহার গোচরে সূর্য্যের
সন্মুখে য়িহ্বহার মহা ক্রোধ ফিরনার্থে য়িশরাল
৫ হইতে।   অতএব মোশা বলিল য়িশরালের বিচার
কর্ত্তাকে যাহারা সংযোগ হইল বআল ফগোরের
সহিত তাহারদিগকে বধ কর প্রতি জন আপনার
নিকটস্থকে।
৬ য়িশরালের সন্তানেরদের এক জন আসিয়া
আনিল এক জন মাদিনী স্ত্রীকে তাহার ভ্রাতারদের
কাছে মোশা ও য়িশরালের সন্তানের সকল মণ্ডলির
গোচরে যাহারা হাহাকার করিতেছিল মণ্ডলির

৭ পবিত্র তাম্বুর দ্বারের কাছে। তাহাতে আহারন
যাজকের পুত্র আলিয়েঁজরের পুত্র পিনহচ তাহা
দেখিয়া উঠিল মণ্ডলি হইতে বর্শি হাতে করিয়া।
৮ পরে সে য়িশরালী মানুষের পাছেং তাম্বুতে যাইয়া
বিন্ধিয়া ফেলিল দুই জনকে সে য়িশরালী পুরুষ
ও মাদিনী স্ত্রীকে তাহার পেট দিয়া তাহাতে সে ঘাত
৯ নিবর্ত্ত ছিল য়িশরায়েল সন্তান হইতে। যাহারা
মরিল সে ঘাতে তাহারা চব্বিশ হাজার।
১০ তারপর য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে।
১১ আহারন যাজকের পুত্র আলিয়েঁজরের পুত্র পিনহচ
তাহারদের মধ্যে আমার নামেরার্থে ক্ষুন্য হইয়া
ফিরাইয়াছে আমার ক্রোধ য়িশরালের সন্তানেরদিগ
হইতে সে কারনে আমি সংহার না করিলাম
১২ য়িশরালের সন্তানগনকে আমার রোষে। অতএব
বল দেখ আমি দেই তাহাকে আমার কুশল
১৩ বন্দোবস্ত। সে ও তাহার সন্তান তাহার পরে
পাইবে তাহা অনন্ত যাজকতার বন্দোবস্তই যে হেতুক
তাহার মনস্তাপ ছিলতহার ঈশ্বরের কারন
১৪ ও প্রায়শ্চিত্ত করিল য়িশরালের সন্তানের জন্য। যে
য়িশরালী বধ ছিল যাহার হত্যাই ছিল সে মাদিনী
স্ত্রী লোকের সহিততাহার নাম জম্রি সালুয়ার পুত্র
শিমওঁান গোষ্ঠীর প্রধান বংশের এক জন অধ্যক্ষ।
১৫ ও সে মাদিনী স্ত্রী লোক যে বধ হইয়াছিল তাহার
নাম খজবী ছোরের কন্যা সে ও এক প্রধান লোক
মদীনের এক বড় বংশের ওপর।

১৬ ১৭ য়িহূহা এ কথা কহিলেন মোশাকে দুঃখ দেয়
১৮ ও মার মাদিনীরদিগকে তাহারা দুস্থ দিতেছে
তোমারদিগকে তাহারদের ফাঁকিতে যাহাতে ভুলাই
য়াছে তোমারদিগকে ফেওরের কার্য্যে ও তাহার
দের এক ভগিনী মাদিনীরদের এক রাজার কন্যা
মজবীর কার্য্যে যে খুন ছিল সে ঘাতের দিনে যাহা
ফেওরেরার্থে।

পর্ব সে ঘাতের পরে য়িহূহা এ কথা কহিলেন মোশা
২৬ ও আহারন যাজকের পুত্র আলিয়েঁজরকে য়িশ
রালের সন্তানের সকল মণ্ডলিকে বংশং গননা
কর কুড়ি বৎসর বয়ক্রমাবধি য়িশরালের
৩ সকলেই যাহারা যুদ্ধে যাইতে পারে। অতএব মোশা
ও আলিয়েঁজর যাজক বলিল তাহারদের সহিত
মোয়াবের সমান ভূমিতে য়িৰ্দ্দনের নিকট য়িরিহোর
৪ সম্মুখে লোককে গননা কর কুড়ি বৎসর বয়ক্রমা
বধি যেমত য়িহূহা আজ্ঞা করিলেন মোশা
কে ও য়িশরালের সন্তানের দিগকে যাহারা বাহিরে
৫ গেল মিজর হইতে। য়িশরালের জ্যেষ্ঠ পুত্র
রাওবন। রাওবনের সন্তান হ্নোখ যাহা
হইতে হ্নানখী বংশ। পালুয়া হইতে পালুয়ী
৬ বংশ। হিজরোন হইতে হিজরোনী বংশ। খর্ম্মি
৭ হইতে খার্ম্মীরদের বংশ এ সকল রাওবনীরদের
বংশ। তাহারদের যাহারাং গননা ছিল তেতাল্লিশ
৮ হাজার সাত শত ত্রিশ। পালুয়ার পুত্র আলিয়াব

৯ আলিয়াবের সন্তান নমূএল ও দতন ও আবিরম।
এই সে দতন ও আবিরম যাহারা মণ্ডলিতে খ্যাত
যাহারা করিল মোশা ও আহারনের বিপরিতে করক্ষের
সভার সহিত যখন তাহারা বিরোধ করিল য়িহ্বার
১০ সহিত। ও পৃথিবী তাহার মুখ খুলিয়া গ্রাস
করিল তাহারদিগকে করক্ষের সহিত যখন সে
মানব্য মরিল যে সময়ে আগুনে খাইয়া ফেলিল দুই
শত পঞ্চাশ মনুষ্য এবং তাহারা হইল এক চিহ্ন।
১১ কিন্তু করক্ষের সন্তান মরিল না।
১২ এ শিমওনের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
নমূএল হইতে নামূএলী বংশ। য়িমন হইতে য়ৈম্নী
১৩ বংশ। য়িখিন হইতে য়ৈখিনী বংশ। জরক্ষ হইতে
১৪ জারক্ষী বংশ। শাওল হইতে শাওলী বংশ এইং
শিমওনী বংশ; বাইস হাজার দুইশত।
১৫ গাদের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে। চফনে
হইতে চাফনী বংশ। হুগি হইতে হাগী বংশ। শোনি
১৬ হইতে শৌনী বংশ। অজনি হইতে আজনী বংশ।
১৭ ওরি হইতে ওরী বংশ। আরদ হইতে আরদী
১৮ বংশ। আরলি হইতে আরলী বংশ। এ গাদের
সন্তানের বংশ তাহারদেরানুযায়ি যাহারা গননা
ছিল তাহারদের মধ্যে। চল্লিশ হাজার পাচ শত
১৯ য়িহোদার সন্তান ওর এবং আওনান। ওর ও
২০ আওনান মরিল খনাখান দেশে। এ য়িহোদার সন্তান
তাহারদের বংশানুক্রমে। শলা হইতে শলানী বংশ।
ফরচ হইতে ফারচী বংশ। জরক্ষ হইতে জারক্ষী

২১ বংশ। এই ফরজের সন্তান। হজরন হইতে
২২ হজরনী বংশ হমোল হইতে হামোলী বংশ এই২
য়িহোদার বংশ তাহারদেরানুযায়ি যাহারা গণনা
ছিল। ছিহত্তর হাজার পাঁচশত।

২৩ এই২ য়িশ্‌শ্বরের সন্তান তাহারদের বংশা
নুক্রমে। তোলা হইতে তোলাতী বংশ। পুয়া হইতে
২৪ পৌনী বংশ। য়িশোব হইতে য়িশোবী বংশ শম্‌রণ
২৫ হইতে শাম্‌রণী বংশ। এই২ য়িশ্‌শ্বরের বংশ
তাহারদেরানুযায়ি যাহারা গণনা ছিল। চৌষট্টি
হাজার তিন শত।

২৬ এই২ জবুলনের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
সরদ হইতে সারদী বংশ। আলোন হইতে আলোনী
২৭ বংশ। য়িহ্‌লাল হইতে য়িহ্‌লালী বংশ। এই২
জবুলনীরদের বংশ তাহারদেরানুযায়ি যাহারা
গণনা ছিল। ষাইট হাজার পাঁচশত।

২৮ এই২ যুসফের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে
২৯ মনশা ও আফ্রিম। এই২ মনশার সন্তান। মখির
হইতে মাখিরী বংশ। মখির ছিল গিলিওদের জন্ম
৩০ দাতা। গিলওদ হইতে গালওদী বংশ। এ গিলওদের
সন্তান। আইওজর হইতে আইওজরী বংশ হলক
৩১ হইতে হলকী আশ্‌রীএল হইতে আশ্‌রীএলী বংশ
৩২ এবং শখম হইতে শাখমী বংশ। শমীদা
হইতে শামীদাঈ বংশ হফর হইতে হফরী বংশ।
৩৩ হফরের সন্তান জলফহদের পুত্র ছিল না কেবল

কন্যা। জলফক্কদের কন্যারদের নাম মাক্কলা ও নওা
৩৪ ও হ্নগলা ও মলখা ও তির্জা। এইং মনশার বংশ ও
তাহারদের যাহারা গনন ছিল বায়ন্ন হাজার সাত শত।
৩৫ এইং আফ্রিমের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
শোতলক্ষ হইতে শোতলক্ষী বংশ বখর হইতে বাখ্রী
৩৬ বংশ তক্কন হইতে তাক্কনী বংশ। এইং শোত
৩৭ লক্কের সন্তান। ঔরন হইতে ঔরনী বংশ। এইং
আফ্রিমের সন্তানের বংশ তাহারদেরানুযায়ি যাহারা
গননা ছিল বত্রিশ হাজার পাঁচ শত। ইহরা
যুসফের গোষ্ঠী তাহারদের বংশানুক্রমে।
৩৮ এ বেনিয়মের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
বলাঁ হইতে বালঙী বংশ আশবল হইতে আশবলী
৩৯ বংশ আক্কীরম হইতে আক্কীরমী বংশ শোফম
হইতে শোফমী বংশ হোফম হইতে হোফমী
৪০ বংশ। বলাঁর সন্তান আরদ ও নঙমন। আরদ
হইতে আরদী বংশ। নঙমন হইতে নাঙমী বংশ।
৪১ এইং বেনিয়মের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে
তাহারদের যাহারা গননা ছিল। পঞ্চতাল্লিশ
হাজার ছয়শত।
৪২ এইং দনের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
শোক্কম হইতে শোক্কমী বংশ। এই দনের বংশ
৪৩ তাহারদের পরিজনানুক্রমে। শোক্কমীরদের সকল
বংশ তাহারদেরানুযায়ি যাহারা গননা ছিল চৌষট্টি
হাজার চারি শত।
৪৪ এ আশরের সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।

য়িম্না হইতে য়ৈম্নী বংশ য়িশোই হইতে য়ৈশোঈ
৪৫ বংশ বরিঔা হইতে বারিঔী বংশ এইং বরিঔার
সন্তান। হ্বর হইতে হ্বরী বংশ মল্খিএল হইতে
৪৬ মাল্খিএলী বংশ। আশরের কন্যার নাম শরহ্ব।
৪৭ এইং আশরের সন্তানের বংশ তাহারদেরানুযায়ি
যাহারা গণনা ছিল তিপ্পান্ন হাজার চারি শত।
৪৮ এ নপ্তলির সন্তান তাহারদের বংশানুক্রমে।
য়িহ্নজিল হইতে য়ৈহ্নজিলী বংশ গোনি হইতে গৌনী
৪৯ বংশ। য়িজর হইতে য়ৈজরী বংশ শালম হইতে
৫০ শালমী বংশ। এ নপ্তলির সন্তান তাহারদের বংশা
নুক্রমে তাহারদের যাহারা গণনা ছিল পঁয়তালিশ
৫১ হাজার চারি শত। য়িশরালের সন্তানেরদের
এ সকলে গণিত ছিল ছয় লক্ষ এক হাজার সাত
শত ত্রিশ।
৫২ য়িহহা এ কথা কহিলেন মোশাকে সে দেশ ভাগং
৫৩ করিতে হবে ইহারদের অধিকারের কারণ তাহার
৫৪ দের নামের গণনানুযায়ি। অনেককে দেও বেশী
অধিকার অল্পকে দেও কমি অধিকার প্রতি জনের
অধিকার দিতে হইবে তাহার তাহারদেরানুযায়ি
৫৫ যাহারা গণনা হইল। কিন্তু দেশ ভাগং করিতে হবে
গুলিবাঁট করিয়া তাহারা অধিকার পাইবেক তাহার
৫৬ দের পিতৃ গোষ্ঠীর নামানুযায়ি। অল্প অনেকের
মধ্যে সে অধিকার ভাগং করিতে হইবে গুলিবাঁটা
নুযায়ি।
৫৭ এই লোঙ্গিরদের যাহারা গণনা ছিল তাহারদের

বংশানুক্রমে। গর্শন হইতে গার্শনী বংশ কহত
হইতে কাহতী বংশ মররি হইতে মাররী বংশ এই২
৫৮ লোঙ্গীরদের বংশ লাবনী বংশ হ্রবরণী বংশ মাহ্লী
বংশ মৌশী বংশ কারতী বংশ। কহত ওমরামের
৫৯ জন্মদাতা ওমরামের জায়ার নাম যিখেবদ লোইর
কন্যা যাহাকে তাহার মাতা প্রসব হইল মিস্রেরে লোই
হইতে ও সে প্রসব হইল আহারন ও মোশা ও তাহার
৬০ দের ভগিনী মারিয়াম ওমরাম হইতে। আহারন
নদব ও আবিহুয়া ও আলিয়েঁজর ও আইতমরের
৬১ জন্মদাতা। নদব ও আবিহুয়া মরিল যখন
অপবিত্র অগ্নি উৎসর্গ করিল যিহুহার সম্মুখে।
৬২ তাহারদের যাহারা গননা ছিল তেইশ হাজার সকল
পুরুষ এক মাস বয়ক্রমাবধি তাহারাই গননা ছিল
না যিশরালের সন্তানের মধ্যে কেননা কিছু
অধিকার দেয়া না গিয়াছে তাহারদিগকে যিশরালের
সন্তানের মধ্যে।

৬৩ এ তাহারা যাহারা মোশা ও আলিয়েঁজর যাজক
গননা করিল যাহারা গননা করিল যিশরালের সন্তান
গনকে মোয়াবের সমান ভূমিতে যির্দ্দনের নিকট যিরি
৬৪ খোর সম্মুখে। কিন্তু তাহারদের মধ্যে এক জন
নহে যাহাকে মোশা ও আহারন যাজক গননা
করিল যখন তাহারা গননা করিল যিশরালের
৬৫ সন্তানগনকে সিনী অরন্যেতে। যিহুহা কহিয়া
ছিলেন তাহারদের বিষয় তাহারা অবশ্য মরিবেক

অরণ্যে অতএব তাহারদের এক জন বক্তি ছিল না
যিফুনার পুত্র যালব ও নোনের পুত্র য়িহোশুয়া
ব্যতিরেক ।

পর্ব্ব তৎপরে যুসফের পুত্র মনশার বংশ মখিরের
২৭ সন্তান গিলউদের সন্তান হুফরের সন্তান গিলফ
হুদের কন্যারা আইল । এ তাহার কন্যার নাম মাহ্‌লা
২ নওা হুগলা মলখা ও তির্জা । তাহারা দাণ্ডাইল
মোশা ও আলিয়েজর যাজক এবং অধ্যক্ষগণ ও
সকল মণ্ডলির সাক্ষাত মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারের
৩ নিকট পরে কহিতে লাগিল । আমারদের পিতা মরিলেন
অরণ্যে তিনি ছিলেন না তাহারদের মধ্যে যাহারা
একত্র ছিল য়িহুহার বিপরিতে করক্ষের সাতে
কিন্তু মরিলেন আপনার পাপে ও তাহার পুরুষ
৪ সন্তান নহে । কি জন্য আমারদের পিতার নাম
মোচিয়া যাবে তাহার বংশ হইতে তাহার পুত্র না
হওনের জন্য একটা অধিকার দেও আমারদিগকে
৫ আমারদের পিতৃ জ্ঞাতিরদের মধ্যে । মোশা আনিল
তাহারদের মকদ্দমা য়িহুহার সাক্ষাত ।
৬ পরে য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে । ছলফ
৭ হুদের কন্যা ভাল কহিয়াছে তুমি অবশ্য দিবা
অধিকার তাহারদিগকে তাহারদের পিতৃজ্ঞাতির
দের মধ্যে তুমি দেওয়াও তাহারদের পিতার
৮ অধিকার তাহারদিগকে । এবং কহ এ কথা
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে যদি কেহ অপুত্রক মরে
তবে দেও তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে যদি

৯ তাহার কন্যা নহে তবে দেহ তাহার অধিকার তাহার
১০ ভ্রাতারদিগকে যদি তাহার ভ্রাতা নহে তবে দেহ
১১ তাহার অধিকার তাহার পিতার ভ্রাতারদিগকে । যদি
তাহার পিতার ভাই নহে তবে দেহ তাহার অধিকার
তাহার অতি নিকটস্থ জ্ঞাতিকে ও সে তাহা পাইবেক
এবং তাহা হবে য়িশরালের সন্তানেরদের এক বিচা
রের বিধান যেমত য়িহ্বহা আজ্ঞা করিলেন মোশাকে ।
১২ এবং য়িহ্বহা বলিলেন মোশাকে যাও এ উবারিম
পর্ব্বতে ও সে দেশ দেখ যাহা আমি দিয়াছি
১৩ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে । তুমি তাহা দেখিয়া
একত্র হইবা তোমার লোকের সহিত যেমত তোমার
১৪ ভাই আহারন একত্র ছিল । কেননা তোমরা
ছিল না আমার আজ্ঞা বহ চন কাননে মণ্ডলির
কচকচ কালে আমাকে পবিত্র করিতে সে জলের
কাছে তাহারদের গোচরে । তাহা মরবা জল চন
অরন্যের কদশে ।

১৫ পরে মোশা বলিলেন এ কথা য়িহ্বহাকে । হে
১৬ য়িহ্বহা সমস্ত লোকের আত্মার ঈশ্বর আপনি নিযুক্ত
১৭ করুন এক জন এ মণ্ডলির উপর যে বাহিরে ভিতরে
যাবেক তাহারদের গোচরে এবং যে গতায়াত করাইবে
তাহারদিগকে যেন য়িহ্বহার মণ্ডলি অরক্ষক মেষের
মত না হয় ।

১৮ য়িহ্বহা কহিলেন মোশাকে নোনের পুত্র য়িহোশুয়া
এক জন যাহার মধ্যে আত্মা আছে তাহাকে লইয়া
১৯ তোমার হাত দেহ তাহার উপর ও বসাও তাহাকে

আলিয়েঁজর যাজক ও সকল মণ্ডলির সাক্ষাতে ও
২০ আজ্ঞা দেও তাহাকে তাহারদের গোচরে । তুমি
ও রাখ তোমার কিছু সম্ভ্রম তাহার ওপর য়িশরালের
সকল মণ্ডলি তাহার আজ্ঞাবহ হওনের কারন ।
২১ সে দাণ্ডাইবে আলিয়েঁজর যাজকের সাক্ষাতে যিনি
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কারন য়িহুহার
ঠাঁই অওরিমের বিচারানুযায়ি । পরে তাহার কথায়
তাহারা বাহিরে যাবেক ও তাহার কথায় ভিতরে
আসিবেক তিনি ও য়িশরালের সকল সন্তান
২২ তাহাই সকল মণ্ডলি । মোশা করিল যেমত য়িহুহা
আজ্ঞা করিলেন তাহাকে এবং য়িহোশুয়াকে লইয়া
বসাইল অলিয়েঁজর যাজক ও সকল মণ্ডলির
২৩ সাক্ষাতে । পরে তাহার ওপর হাত দিল ও আজ্ঞা
দিল তাহাকে যেমত য়িহুহা আজ্ঞা করিলেন মোশার
মারফত ।

পর্ব্ব ২৮ য়িহুহা কহিলেন এ কথা মোশাকে আজ্ঞা করিয়া
বল য়িশরালের সন্তানকে আমার ওৎসর্গ ও
আমার বলিদানের ভক্ষ্য অগ্নিকৃত সুগন্ধের কারন
৩ সাবধান করিয়া ওৎসর্গ কর নিজ কালে এবং কহ
তাহারদিগকে এই সে অগ্নিকৃত ওৎসর্গ যাহা তোমার
দের দিতে হবে য়িহুহাকে প্রতি দিবসে এক বৎসরীয়
দুইটা নিষ্কুঁতি মেষের বাচ্ছা নিত্য আহুতির কারন ।
৪ এক মেষের বাচ্ছা ওৎসর্গ কর প্রাতকালে আর এক
৫ মেষের বাচ্ছা সায়ংকালে । চরুর কারন আইফার
দশমাংশ বেস শুজি মিশ্রিত হিনের দশমাংশ

৬ ঘোটা তৈলের সহিত। এ নিত্য আহুতি যাহা নিরুপিত ছিল সিনী পর্ব্বতে সুগন্ধের কারন এক অগ্নিকৃত
৭ বলিদান য়িহুহাকে। তাহার পানীয় উৎসর্গ একং মেষের বাচ্চার সহিত এক হিনের চতুর্থাংশ। চোকা দ্রাক্ষা রস ঢালিতে হইবে পবিত্র স্থানে পানীয়
৮ উৎসর্গের কারন য়িহুহার কাছে। অন্য মেষের বাচ্চা উৎসর্গ কর সায়ংকালে তাহা উৎসর্গ কর প্রাতকালের চরু ও পানীয় উৎসর্গের মত এক অগ্নিকৃত বলিদান য়িহুহার কাছে সুগন্ধের কারন।
৯ শাবত দিনে উৎসর্গ কর প্রথম বৎসরীয় দুইটা নিষ্কুতি মেষের বাচ্চা এবং দুই দশমাংশ শুজি তৈল মিশ্রিত চরুর কারন ও তাহার পানীয় উৎসর্গ।
১০ এই প্রতি শাবতের হোম নিত্য আহুতি এবং তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।

১১ তোমারদের মাসের আরম্ভে আহুতি উৎসর্গ কর য়িহুহার কাছে দুইটা যুবা আঁড়িয়া এক মেষ
১২ ও প্রথম বৎসরীয় সাতটা নিষ্কুতি মেষের বাচ্চা। ও তিন দশমাংশ শুজি তৈল মিশ্রিত চরুর কারন একং আঁড়িয়ার সহিত এবং দুইটা দশমাংশ শুজি
১৩ তৈল মিশ্রিত চরুর কারন একং মেষের সহিত। এবং একং দশমাংশ শুজি তৈল মিশ্রিত চরুর কারন একং মেষের বাচ্চার সহিত এই আহুতি সুগন্ধের কারন এক
১৪ অগ্নিকৃত বলিদান য়িহুহার কাছে। তাহারদের পানীয় উৎসর্গ হবে একং আঁড়িয়ার সহিত অদ্ধং হিন দ্রাক্ষা রস ও হিনের তৃতীয়াংশ একং মেষের সহিত ও

ছিনের চতুর্থাংশ এবং মেষের বাচ্চার সহিত এ মাসিক
১৫ আহুতি বৎসরের প্রতি মাসে এবং এক ছাগল
বাচ্চা দিতে হবে য়িহুহাকে উৎসর্গের নিমিত্ত নিত্য
আহুতি ও তাহার পানীয় উৎসর্গ ছাড়া ।
১৬ প্রথম মাসের চতুর্দ্দশম দিনে হবে য়িহুহার
১৭ পেশাক । সে মাসের পঞ্চদশম দিনে পর্ব্ব
১৮ হবে বেখমি রুটি খাইতে হবে সাত দিন । প্রথম
দিনে হবে পবিত্র সভা কোন মজুরি কার্য্য করিও না ।
১৯ কিন্তু অগ্নিকৃত বলিদান উৎসর্গ কর য়িহুহার
ঠাঁই আহুতির জন্য দুইটা যুবা গরু এক মেষ ও প্রথম
বৎসরীয় সাতটা মেষের বাচ্চা তোমারদের সে সকল
২০ হবে নিখুঁতি । তাহারদের চরু হবে তৈল
মিশ্রিত শুজি এবং গরুর সহিত উৎসর্গ কর
তিন দশমাংশ ও দুই দশমাংশ এবং মেষের
২১ সহিত । এক দশমাংশ উৎসর্গ কর এবং মেষের
বাচ্চার সহিত সে সাত মেষের বাচ্চার বরাবরি
২২ ও এক ছাগল পাপ উৎসর্গ প্রায়শ্চিত্য করিতে
২৩ তোমারদের কারণ । প্রাতকালের উৎসর্গ তাহাই
নিত্য আহুতি ছাড়া এ সকলে উৎসর্গ কর ।
২৪ এ মত রোজং সে সাত দিনের বরাবরি সে অগ্নিকৃত
বলিদানের ভক্ষ্য সুগন্ধ উৎসর্গ কর য়িহুহার
কাছে তাহা উৎসর্গ হবে নিত্য আহুতি ও তাহার
২৫ পানীয় উৎসর্গ ছাড়া । এ সপ্তম দিনে তোমারদের
পবিত্র সভা হবে কিছু মজুরি কার্য্য করিও না ।

২৬ প্রথম ফলের দিনে ও যখন তোমরা নূতন চরু
উৎসর্গ কর য়িহুহার কাছে তোমারদের সপ্তের পরে
তখন তোমারদের এক পবিত্র সভা হবে কিছু মজুরি
২৭ কার্য্য করিও না। কিন্তু দুইটা যুবা গরু এক মেষ ও
সাতটা প্রথম বৎসরীয় মেষের বাচ্ছা আহুতি দেহ
২৮ য়িহুহাকে সুগন্ধের কারণ। তাহারদের চরু তৈল
মিশ্রিত শুজি তিন দশমাংশ এক২ গরুর সহিত ও
২৯ দুই২ দশমাংশ এক২ মেষের সহিত এক২
দশমাংশ এক২ মেষের বাচ্ছার সহিত সে সাত
৩০ মেষের বাচ্ছার বরাবরি ও এক ছাগোয়ান তোমারদের
৩১ প্রায়শ্চিত্য করনার্থে। তাহা উৎসর্গ কর
নিত্য আহুতি ও তাহার চরু ও তাহারদের
পানীয় উৎসর্গ ছাড়া। তোমারদের সে সকল হবে
নিষ্কুঁতি।

পর্ব্ব ২৯ সপ্তম মাসের প্রথমে তোমারদের পবিত্র সভা
হবে কিছু মজুরি কার্য্য করিও না তাহা তোমারদের
তুরি বাজনের দিন। সুগন্ধার্থে আহুতি দিও
য়িহুহারে এক যুবা গরু এক মেষ ও সাতটা এক
৩ বৎসরীয় নিষ্কুতি মেষের বাচ্ছা। তাহারদের চরু
তৈল মিশ্রিত শুজি তিন দশমাংশ এক২ গরু ও
৪ দুই দশমাংশ এক২ মেষের সহিত ও প্রতি
মেষের বাচ্ছার সহিত এক২ দশমাংশ সে
৫ সাত মেষের বাচ্ছানুক্রমে। পাপ উৎসর্গ এক
ছাগোয়ান প্রায়শ্চিত্য করিতে তোমারদের জন্য।

৬ মাসিক আহুতি ও চরু এবং নিত্য আহুতি ও চরু
ও তাহারদের পানীয় উৎসর্গ ছাড়া তাহারদের
মতে সুগন্ধের কারন একটা অগ্নিকৃত বলিদান
য়িহুহার কাছে।

৭ সপ্তম মাসের দশম দিবসে তোমারদের
এক পবিত্র সভা হবে তোমারা তাহাতে দুঃখ দেহ
তোমারদের প্রানকে তাহাতে কোন কার্য্য করিও না।
৮ কিন্তু সুগন্ধার্থে আহুতি দেও য়িহুহাকে একটা যুবা
গরু এক মেষ প্রথম বৎসরীয় সাতটা মেষের বাচ্চা
৯ তোমারদের এ সকলি হওক নিষ্কুতি। ও তাহারদের
চরু হবে তৈল মিশ্রিত শুজি তিন দশমাংশ একং
গরুর সহিত এবং দুই দশমাংশ একং মেষের
১০ সহিত একং মেষের বাচ্চার একং দশমাংশ সে
১১ সাতটা মেষের বাচ্চানুক্রমে। পাপ উৎসর্গ এক
ছালোয়ান পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে নিত্য আহুতি
ও তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।

১২ সপ্তম মাসের পঞ্চদশম দিনে তোমারদের পবিত্র
সভা হইবে কিছু মজুরি কার্য্য করিও না কিন্তু সাত
১৩ দিন পবর্ব কর য়িহুহার কাছে। সুগন্ধার্থে অগ্নিকৃত
আহুতি দিও য়িহুহারে তেরটা যুবা গরু দুইটা মেষ ও
প্রথম বৎসরীয় চদ্দ মেষের বাচ্চা সকলি নিষ্কুতি।
১৪ ও তাহারদের চরু তৈল মিশ্রিত শুজি সে তের গরুর
প্রতি একংটা তিন দশমাংশ ও প্রতি একংটা
১৫ মেষের দুই দশমাংশ এবং সে চদ্দ মেষের

১৬ বাছার প্রতি একং বাছার একং দশমাংশ ও এক
হালোয়ান পাপ উৎসর্গের কারন নিত্য আহুতি
ও তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।
১৭ দ্বিতীয় দিনে বারোটা যুবা গরু দুইটা মেষ চদ্দটা
প্রথম বৎসরীয় নিষ্কুঁতি মেষের বাছা উৎসর্গ কর
১৮ তাহারদের চরু ও পানীয় উৎসর্গ গরু ও মেষ
ও মেষের বাছার কারন তাহারদের গননা ও
১৯ ব্যবস্থানুযায়ি ও একটা হালোয়ান পাপ উৎসর্গের
কারন নিত্য আহুতি ও তাহার চরু ও পানীয়
উৎসর্গ ছাড়া।
২০ তৃতীয় দিনে এগারটা গরু দুইটা মেষ ও চদ্দটা
২১ প্রথম বৎসরীয় নিষ্কুঁতি মেষের বাছা তাহারদের
চরু ও পানীয় উৎসর্গ গরু ও মেষ ও মেষের বাছার
২২ কারন তাহারদের গননা ও ব্যবস্থানুযায়ি ও এক
ছাগল পাপ উৎসর্গের কারন নিত্য আহুতি ও
তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।
২৩ চতুর্থ দিনে দশটা গরু দুইটা মেষ ও চদ্দ প্রথম
২৪ বৎসরীয় নিষ্কুঁতি মেষের বাছা। তাহারদের চরু
ও পানীয় উৎসর্গ গরু ও মেষ ও মেষের বাছার
২৫ কারন তাহারদের গননা ও ব্যবস্থানুযায়ি। ও
একটা হালোয়ান পাপ উৎসর্গের কারন নিত্য
আহুতি ও তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।
২৬ পঞ্চম দিনে নয়টা গরু দুইটা মেষ ও চদ্দটা
২৭ প্রথম বৎসরীয় নিষ্কুঁতি মেষের বাছা। তাহারদের

২৯ উনত্রিংশত্তীয় পর্ব্ব গননা।—

চরু ও পানীয় উৎসর্গ   গরু মেষ ও মেষের বাচ্ছার
২৮ কারন তাহারদের গননা ও ব্যবস্থানুযায়ি।   ও এক
ছাগল পাপ উৎসর্গের কারন   নিত্য আহুতি ও
তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।—
২৯ ষষ্ঠম দিনে আটটা গরু দুইটা মেষ চদ্দটা প্রথম
৩০ বৎসরীয় নিষ্খুঁতি মেষের বাচ্ছা।   তাহারদের চরু
ও পানীয় উৎসর্গ গরু ও মেষ ও মেষের বাচ্ছার
৩১ কারন তাহারদের গননা ও ব্যবস্থানুযায়ি।   ও
একটা ছাগল পাপ উৎসর্গের কারন   নিত্য আহুতি
ও তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।—
৩২ সপ্তম দিনে সাতটা গরু দুইটা মেষ ও চদ্দটা
৩৩ প্রথম বৎসরীয় নিষ্খুঁতি মেষের বাচ্ছা।   তাহারদের
চরু ও পানীয় উৎসর্গ   গরু ও মেষ ও মেষের বাচ্ছার
৩৪ কারন তাহারদের গননা ও ব্যবস্থানুযায়ি।   ও এক
ছাগল পাপ উৎসর্গের কারন   নিত্য আহুতি ও
তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।—
৩৫ অষ্টম দিনে তোমারদের মহা কর্ম্মের সভা হবে
৩৬ তাহাতে মজুরি কার্য্য করিও না। কিন্তু সুগন্ধার্থে অগ্নি
কৃত আহুতি দিও যিহোহাকে একটা গরু একটা মেষ
ও সাতটা প্রথম বৎসরীয় নিষ্খুঁতি মেষের বাচ্ছা।
৩৭ তাহারদের চরু ও পানীয় উৎসর্গ   গরু ও মেষ ও
মেষের বাচ্ছার কারন তাহারাদের গননা ও ব্যবস্থা
৩৮ নুযায়ি ও একটা ছাগল পাপ উৎসর্গের কারন   নিত্য
আহুতি ও তাহার চরু ও পানীয় উৎসর্গ ছাড়া।

৩৯ এ সকল দিও য়িহুহাকে তোমারদের নিরূপিত পর্ব্বে
তোমারদের আহুতি ও চরু ও পানীয় ওৎসর্গ
ও স্বস্ত্যয়নে তোমারদের মানন ও তোমারদের ঐচ্ছিক
৪০ ওৎসর্গ ছাড়া। তৎপরে মোশা কহিলেন য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে সে সকল কথা যাহা য়িহুহা
আজ্ঞা করিয়াছিলেন মোশাকে।

পর্ব্ব ৩০ পরে মোশা এ কথা কহিলেন গোষ্ঠীর সকল
প্রধান লোককে এ তাহা যাহা য়িহুহা আজ্ঞা করিয়া
২ ছেন য়িশরালের সন্তানের বিষয়। যদি কেহ মানন
করে য়িহুহার কাছে কিম্বা যদি কিরা করে তাহার
প্রাণ বন্ধনার্থে তবে সে তাহার কথা ভাঙ্গুক না
কিন্তু যাহা বাহিরে তাহার মুখ হইতে তদনুযায়ি
৩ করুক। স্ত্রী লোক যদি য়িহুহার কাছে মানন করে
কিম্বা আপনাকে বন্ধ করে তাহার পিতার বাটীতে
৪ থাকিয়া যুবা কালে। যদি তাহার পিতা শুনে
তাহার মানন যাহাতে প্রাণ বন্ধ করিয়াছে ও
তাহার পিতা তাহাতে চুপ করিয়া থাকে তখন তাহার
মানন ও বন্ধ যাহাতে আপনার প্রাণ বন্ধ করিয়াছে
৫ সকলি স্থির হইবে কিন্তু যদি তাহার পিতা যে দিনে
শুনিল সে দিনে মানা করিয়া থাকে তাহাকে তবে
তাহার কোন মানন কি বন্ধ যাহাতে প্রাণ বন্ধ করিয়া
ছিল স্থির হবে না ও য়িহুহা মাফ করিবেন তাহাকে
৬ কেননা তাহার পিতা তাহাকে মানা করিয়াছে। যে

দিন মানন করিল কিম্বা মুখ দিয়া কিছু প্রকাশ
করিল যাহাতে প্রান বন্ধ করিয়াছে সে দিনে যদি
৭ তাহার স্বামী হইয়া থাকে। ও তাহার স্বামী শ্রবন
দিনে যদি চুপ করিয়া থাকে তবে তাহার মানন
ও বন্ধ যাহা দিয়া প্রান বন্ধ করিল সকলি স্থির হবে।
৮ কিন্তু যদি তাহার স্বামী সে শ্রবন দিনে মানা
করে তাহাকে তবে তাহার মানন ও যাহা তাহার
ওষ্ঠাবির দিয়া নিশ্বরিল প্রান বন্ধনার্থে তাহা
সকল বৃথ্যা করাইবে এবং য়িহ্হা মাফ করিবেন
৯ তাহাকে। কিন্তু বিধবা কি স্বামী ত্যাগীর
মানন যাহা কহিয়া প্রান বন্ধ করিয়াছে সকলি
১০ স্থির হবে তাহার ওপর। যদি মানন করিল কিম্বা
কিরা করিয়া প্রান বন্ধ করিল স্বামীর ঘরে
১১ ও তাহার স্বামী তাহা শুনিয়া চুপ করিল এবং
মানা করিল না তবে তাহার মানন ও বন্ধ যাহা
দিয়া প্রান বন্ধ করিাছে সে সকলি স্থির হবে।
১২ তাহার স্বামী যে দিনে শুনিল তাহা যদি নিরার্থক
করাইয়াছে তবে তাহার যাহাং বাহিরিল তাহার
ওষ্ঠাবির দিয়া তাহার মাননের বিষয় কিম্বা তাহার
প্রানের বন্ধের বিষয় তাহা স্থির হবে না তাহার
স্বামী বৃথ্যা করাইয়াছে তাহা ও য়িহ্হা মাফ করিবেন
১৩ তাহাকে। প্রতি মানন কি প্রতি বন্ধ করিবার
কিরা প্রানকে দুস্থ দিবার কারন স্বামী তাহা স্থির
১৪ কিম্বা বৃথ্যা করিংতে পারে। কিন্তু যদি তাহার স্বামী

দিন বদিন নিতান্ত চুপ করিয়া থাকে তবে তাহা
সকলি স্থির করায় তাহার ওপর সে শুবন দিনে চুপ
১৫ করিল অতএব স্থির করায় তাহা । কিন্তু যদি সে
কোন যতে নিরর্থক করায় তাহা শুনিলে পরে তবে
১৬ সে পুরুষ ভোগ করিবে যাইয়ার অবথার্থ । এ সেই
আজ্ঞা যাহা য়িহুহা করিলেন যোশাকে পুরুষ ও
যাইয়ার বিষয় এবং পিতা ও তাহার কন্যা যে থাকে
তাহার পিতার ঘরে তাহার যুবা কালে তাহারদের
বিষয় ।

পর্ব্ব ৩১ য়িহুহা কহিলেন এ কথা যোশাকে য়িশরালের
সন্তানেরদের দায়া কর যাদিনীরদের ওপর তার
পর তুমি একত্র হইবা তোমার লোকের সহিত ।
৩ যোশা এ কথা কহিল লোকেরদিগকে তোমারদের
কতক লোককে সাজাইয়া যুদ্ধ করিতে যাও যাদিনীর
দের সহিত ও য়িহুহার দায়া করে যাদিনীরদের
৪ ওপর । য়িশরালের সকল গোষ্ঠীর প্রতি গোষ্ঠী
৫ হইতে হাজার২ জন যুদ্ধ করিতে পাঠাও । এমত
দেয়া গেল য়িশরালের সমস্ত সহস্র হইতে প্রতি
গোষ্ঠীর এক২ হাজার বারো হাজার জনেই রনের
৬ জন্য সাজান । পরে যোশা পাঠাইল তাহারদিগকে
সংগ্রামে এক২ গোষ্ঠীর এক২ হাজার তাহারদিগকে
ও আলিয়েঁজর যাজকের পুত্র ফনফচ রন করিতে
পবিত্র সামগ্রী ও বাজানার্থে তুরি হাতে করিয়া ।

৭ পরে তাহারা যুদ্ধ করিল মাদিনীরদের সহিত যেমত
যিহুহা আজ্ঞা করিলেন মোশাকে তাহারা ও মারিল
৮ সকল পুরুষকে। তাহারা ও মারিয়া ফেলিল মদীনের
রাজাগনকে সে আর২ লোক ছাড়া যাহারা মারা গেল
তাহা আবী ও রকম ও ছোর ও হোর ও রবা
মদীনের পাঁচটা রাজা তাহারা ও মারিয়া ফেলিল
বেওরের পুত্র বলআমকে তলোয়ারের কোপে।
৯ যিশরালের সন্তান ও লুটিয়া লইয়া গেল মাদিনীরদের
স্ত্রী ও বালককে ও তাহারদের সকল পশু ও পাল ও
১০ সামগ্রী ও অগ্নিতে পোড়াইল তাহারদের পুস্তি
১১ বসতি সহর ও সুন্দর গড়। তাহারা ও সকল লুট
১২ ও পাওয়া দুই মানুষ ও পশু লইল পরে আনিল
সকল বন্ধি লোক ও লুট ও পাওয়া মোশা ও অলিয়েঁ
জর যাজক ও যিশরালের সন্তানের সকল মণ্ডলির
কাছে সৈন্য স্থলে মোয়াবের সমান ভূমিতে যাহা
যির্দ্দনের সন্মুখে যিরিথোর নিকট।

১৩ তখন মোশা ও আলিয়েঁজর যাজক ও মণ্ডলির সকল
অধ্যক্ষ গেল সৈন্য স্থলের বাহিরে মিলিতে তাহারদের
১৪ সহিত। তখন মোশা কোপিত ছিল সেনাপতিরদের
উপর তাহাই হাজার২ ও শত সতেরদের পতির সহিত
১৫ যে আসিয়াছিল সংগ্রাম হইতে। মোশা কহিলেন
তাহারদিগকে তোমরা কি স্ত্রী লোককে বাঁচাইয়া
১৬ রাখিয়াছ দেখ ইহারা বেওরের কার্য্যেতে পাপ
করাইল যিশরালের সন্তানেরদিগকে যিহুহার

বিপরিতে বলউয়ামের পরামর্শে তাহাতে ঘাত জিন্ম
১৭ য়িহুহার মণ্ডলির মধ্যে অতএব এখন বধ কর প্রতি
পুরুষ বালক ও প্রতি স্ত্রী লোককে যে সংসর্গেতে
১৮ পুরুষ জাত আছে। কিন্তু সকল কন্যা যে
সংসর্গেতে পুরুষ জানে না তাহারদিগকে জীবত
১৯ রাখ আপনারদের কারন এবং তোমরা সাত দিন
থাক সৈন্যস্থলের বাহিরে। যে কেহ খুন
করিয়াছে কোন কাহাকে ও যে কেহ ছুইয়াছে কোন
মরাকে পবিত্র কর আপনারদিগকে ও তোমারদের
বন্দিরদিগকে তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে
২০ পবিত্র কর তোমারদের সকল পরিচ্ছদ এবং চর্ম্ম ও
ছাগলপসম ও কাঠের সমস্ত বস্তু।
২১ তখন আলিয়েঁজর যাজক বলিল সেনারদিগকে
যাহারা রনে গেল এ সে ব্যবস্থার বিধি যাহা য়িহুহা
২২ আজ্ঞা করিলেন মোশাকে। কেবল সোনা ও রূপা
২৩ ও পিতল ও লোহা ও দস্তা ও শিসা প্রতি বস্তু যাহা
অগ্নিতে নষ্ট না হয় তাহা অগ্নিতে পরিস্কার
করিতে হইবে কিন্তু তাহা ও পবিত্র করিতে হবে
ভিন্ন করনের জল দিয়া ও যে সকল অগ্নিতে নষ্ট
২৪ হয় তাহা জলে দেও। এবং সপ্তম দিনে কাপড় ধুইয়া
পবিত্র হইবা তারপর আসিতে পার সৈন্য স্থলে।
২৫ পরে য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে। তুমি
২৬ ও আলিয়েঁজর যাজক ও মণ্ডলির সকল প্রধান প্রাচীন
লোক গননা কর সকল লুটীয় বস্তু মানুষ ও পশু
২৭ ও সে লুটীয় বস্তু দুই ভাগ কর সেনাগণ

যাহারা যুদ্ধ করিতে গেল এবং সকল মণ্ডলির।
২৮ পরে য়িহুহার রাজস্ব লও সেনাগণ হইতে যাহারা
সংগ্রামে গেল পাঁচ শতের মধ্যে এক প্রাণী মানুষ
২৯ গরু গাধা ও মেষ। তাহারদের অর্দ্ধ হইতে
লও তাহা এবং দেও আলিয়েঁজর যাজককে বরণীয়
৩০ উৎসর্গের জন্য য়িহুহাকে। এবং য়িশরালের
সন্তানের অর্দ্ধ হইতে লও পঞ্চাশত্তীয়াংশ মনুষ্য ও
গরু গাধা পাল ও সকল প্রকার পশু এবং দেও তাহা
লোঙ্গীরদিগকে যাহারা করে য়িহুহার পবিত্র তাম্বুর
৩১ কার্য্য। তাহাতে মোশা ও আলিয়েঁজর যাজক করিল
৩২ যে মত য়িহুহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন মোশাকে।
এবং সে পাওয়া সে বক্রি লুটীয় বস্তুই যাহা সেনাগণ
৩৩ ধরিয়াছিল তাহা ছিল ছয় লাক পঁচাত্তর হাজার
৩৪ মেষ। ও বাহাত্তর হাজার গরু ও একষষ্টি
৩৫ হাজার গাধা। ও সকল মোট বত্রিশ হাজার
জন স্ত্রী লোক যাহারা পুরুষে সংসর্গ করিয়া
৩৬ জানিল না। তাহারদের ভাগ যাহারা রণে গেল
সে অর্দ্ধ ছিল তিন লক্ষ সাতেঃত্রিশ হাজার পাঁচ
৩৭ শত মেষ। সে মেষ হইতে য়িহুহার রাজস্ব
৩৮ ছয় শত পঁচাত্তর। গরু ছত্রিশ হাজার যাহা
৩৯ হইতে য়িহুহার রাজস্ব বাহাত্তর। গাধা ত্রিশ
হাজার পাঁচ শত যাহা হইতে য়িহুহার রাজস্ব
৪০ একষষ্টি। মনুষ্য প্রাণী ষোল হাজার যাহারদিগ
৪১ হইতে য়িহুহার রাজস্ব বত্রিশ প্রাণী। ও মোশা
য়িহুহার সে বরণীয় উৎসর্গ রাজস্ব দিল অলিয়েঁজর

যাজককে যেমন য়িহুহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন মোশা
৪২ কে। য়িশ্রালের সন্তানের অর্দ্ধ যাহা মোশা স্বতন্ত্র
৪৩ করিল যৌদ্ধেরদের ভাগ হইতে। মণ্ডলিরদের
৪৪ ৪৫ অর্দ্ধই তিন লক্ষ সাঞত্রিশ হাজার পাঁচশত মেষ ও
৪৬ ছত্রিশ হাজার গরু ও ত্রিশ হাজার পাঁচশত গাধা ও
৪৭ ষোল হাজার মনুষ্য। য়িশ্রালের সন্তানেরদের
অর্দ্ধ হইতে মোশা লইল মনুষ্য ও পশুরদের পঞ্চাশ
ত্তীয়াংশ ও তাহা দিল পবিত্র তাম্বু রক্ষক লেৱীর
দিগকে যেমন য়িহুহা আজ্ঞা করিয়া ছিলেন মোশাকে।
৪৮ এবং পত্তি লোক যে ছিল সৈন্যের হাজারের ওপর
হাজারের সেনাপত্তি ও শতের সেনাপত্তি আইল
৪৯ মোশার নিকট ও বলিল মোশাকে তোমার দাসেরা
৫০ গনন করিয়াছে সেনাগনকে যাহারা ছিল আমারদের
জিম্মায় এবং তারদের এক জন কমি নহে। অতএব
আমরা আনিয়াছি এক ওৎসর্গ য়িহুহার কারন
যাহাং প্রত্তি জন পাইয়াছে সোনার রত্ন জিঞ্জির
চন্দ্রহার আঙ্গুটি কর্নের কড়ি ও মালা আমারদের
৫১ প্রানের প্রায়শ্চিত্ত্য করিতে য়িহুহার গোচরে। এবং
মোশা ও আলিয়েজের যাজক লইল তাহারদের স্বর্ন
৫২ সকল পিটানকৃত রত্ন। এবং সে ওৎসর্গের
সকল স্বর্ন যাহা দেয়া গেল য়িহুহাকে হাজারের ও
শতের সেনাপত্তি হইতে তাহা ষোল হাজার সাত
৫৩ শত পঞ্চাশ শেকল কেননা সেনার প্রত্তি জন
৫৪ লুট লইয়াছিল আপনার কারন। অতএব মোশা ও
আলিয়েজর যাজক সে স্বর্ন লইয়া হাজার ও শতের

সেনাপতি হইতে তাহা আনিল মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুতে
য়িশ্রালের সন্তানের এক স্মরণার্থ য়িহুহার গোচরে।

পর্ব্ব রূওবন ও গাদের সন্তানেরদের ছিল অনেক পশু।
৩২ যখন তাহারা দেখিল য়িঔজর ও গিলঔদ দেশ যে তাহা
২ পশুর স্থান তখন গাদ ও রূওবনের সন্তান আসিয়া
বলিল এ কথা মোশা ও আলিয়েঁজর যাজক ও মণ্ডলির
৩ অধ্যক্ষেরদিগকে। ঔটরত ও দীবন ও য়িঔজর ও নম্রু
ও স্কশবোন ও আলঔলা ও শবম ও নবো এবং বঔন
৪ সেই দেশ যাহা য়িহুহা মারিলেন য়িশ্রালের মণ্ডলির
সন্মুখে তাহা পশু চরা ভূমি ও তোমার দাসেরদের
৫ পশু আছে। অতএব তাহারা বলিল যদি আমরা
অনুগ্রহ পাইয়াছি তোমার গোচরে তবে দেয়া যাওক
এ ভূমি তোমার দাসেরদিগকে অধিকারের কারণ
এবং য়িৰ্দ্দনের পার কর না আমারদিগকে।

৬ তাহাতে মোশা বলিল গাদ ও রূওবনের সন্তানের
দিগকে তোমারদের ভ্রাতারা কি যুদ্ধ করিতে যাবে
৭ এবং তোমারা বসিবা এথায় কেন নিরাশ্বাস কর য়িশ্র
রালের সন্তানেরদের অন্তঃকরন সে দেশে পার হইয়া
৮ যাইতে যাহা য়িহুহা দিয়াছেন তাহারদিগকে। এমত
তোমারদের পিতারা করিল যখন আমি পাঠাইয়া
দিলাম তাহারদিগকে কদশ বরনাঁ হইতে সে দেশ
৯ দেখিতে তাহারাই আশখোল মাটে যাইয়া দেখিল সে
দেশ তখন তাহারা নিরাশ্বাস করিল য়িশ্রালের সন্তা
নেরদের অন্তঃকরন তাহারদের প্রবেশ না করনের

জন্য সে দেশে যাহা য়িহ্হা দিয়াছিলেন তাহার
১০ দিগিকে । সে সময় য়িহ্হার ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল ও
১১ তিনি এ কথা কিরা করিলেন অবশ্য যে লোক
আসিয়াছে মিজর হইতে তাহারদের কোন কেহ
কুড়ি বৎসর বয়ক্রমাবধি দেখিবে না সে দেশ
যাহা আমি কিরা করিলাম আবরহাম ও য়িজক্কাক
ও যাঁকুবকে কেননা তাহারা যোলোয়ানা ছিল
১২ না আমার আজ্ঞাবহ য়িফনা কনজীর পুত্র
মলব ও নোনের পুত্র য়িহোশুয়াঁ ছাড়া তাহারাই
১৩ ছিল য়িহ্হার যোলোয়ানা আজ্ঞাবহ । তৎকালে
য়িহ্হার ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল য়িশরালের ওপর
ও তিনি ভ্রমন করাইলেন তাহারদিগিকে চল্লিশ
বৎসর কাননে সে সকল পুরুষ সংহার হওন
১৪ পর্য্যন্ত যে দোষ করিয়াছিল য়িহ্হার দৃষ্টে । ও দেখ
তোমরা ওঠিয়াছ তোমারদের পিতারদের স্থানে এক
পাপী পুরুষ য়িহ্হার জ্বলন্ত ক্রোধ আরং বাড়াইতে
১৫ য়িশরালের বিপরিতে যদি তোমরা ফির তাহার
পশ্চাত গমন হইতে তবে তিনি আরবার ত্যাগ
করিবেন এ লোককে অরন্যতে এবং তোমরা
সংহার করিবা এ সকল লোকেরদিগিকে ।

১৬ এবং তাহারা নিকট আসিয়া বলিল আমরা গাথিব
গোহালি আমারদের পশুর কারন ও সহর আমার
১৭ দের ছালিয়ার কারন কিন্তু আপনারা সাজ হইয়া
যাইব য়িশরালের সন্তানেরদের অগ্রে যাবৎ পর্য্যন্ত
আনিয়াছিলাম তাহারদিগিকে তাহারদের স্থানে ও

আমারদের ছালিয়া বাস করিবে বেড়া সহরে
১৮ দেশের পুজার ভয় প্রযুক্ত। আমরা ফিরিব না
নিজ ঘরে য়িশ্রালের সন্তানেরদের প্রতি জন আপনং
১৯ অধিকার না পাইয়া আমারদের অধিকার পড়িয়াছে
আমারদিগকে য়িৰ্দ্দনের এ পার পূর্ব্বদিগে অতএব
আমরা অধিকার পাইব না তাহারদের সহিত
য়িৰ্দ্দনের ও পার কি আগে।
২০ তখন মোশা বলিল তাহারদিগকে যদি তোমরা
এ কার্য্য করিতে চাহ যদি তোমরা সাজ হইয়া যাবা
২১ যুদ্ধ করিতে য়িহুহার আগে ও তোমারদের সকল
লোক সাজ হইয়া য়িৰ্দ্দনের পার হইয়া যাবা য়িহুহার
আগে তিনি তাহার শত্রুগনকে আপনার সন্মুখ হইতে
২২ খেদাইয়া দেওন পর্য্যন্ত এবং সে দেশ পরাজিত
হয় য়িহুহার সন্মুখে পরে ফিরিয়া নিরপরাধি হইবা
য়িহুহা ও য়িশ্রালের গোচরে ও এ দেশে হবে তোমার
২৩ দের অধিকার য়িহুহার সন্মুখে। কিন্তু যদি তোমরা
ইহা করিবা না দেখ তোমরা পাপ করিয়াছ য়িহুহার
বিপরিতে ও জানিও যে তোমারদের পাপ তোমারদের
২৪ উদ্দেশ পাইবে। সহর গাঁথ তোমারদের ছালিয়ার
দের জন্য ও গোহালি তোমারদের মেষের কারন ও
যাহা বাহিরিয়াছে তোমারদের মুখ হইতে তাহা কর।
২৫ তখন গাদ ও রাওবনের সন্তানেরা এ কথা কহিল মোশা
কে তোমার দাসেরা করিবে যেমন আমারদের প্রভু
২৬ আজ্ঞা করেন আমারদের ছালিয়া আমারদের জায়া
আমারদের পাল ও আমারদের সকল পশু থাকিবে

২৭ সেখানে গিলগুদের সহরে   কিন্তু তোমার দাসেরা
সাজ হইয়া পুতি জন পার হইব যুদ্ধ করিতে য়িহুহার
২৮ আগে যে মতে আমারদের পুভু বলেন। অতএব মোশা
আজ্ঞা করিল অলিয়েঁজর যাজক ও নোনের পুত্র য়িহো
শুয়া ও য়িশরালের সন্তানের গোষ্ঠীর পুধানেরদিগকে
২৯ তাহারদের বিষয়। মোশা বলিল তাহারদিগকে যদি
গাদ ও রাওবনের সন্তান য়িৰ্দ্দনের পার হবে তোমার
দের সহিত পুতি জন সাজ হইয়া যুদ্ধ করিতে য়িহুহার
আগে এবং সে দেশ পরাজিত হয় তোমারদের
সমুখে তবে দেও তাহারদিগকে গিলগুদ দেশ অধি
৩০ কারের কারন। কিন্তু যদি তাহারা সাজ হইয়া পার
হইবে না তোমারদের সহিত তবে তাহারদের অধি
৩১ কার হবে তোমারদের মধ্য খনাঁয়ন দেশে। তখন
গাদ ও রাওবনের সন্তান পুত্যুত্তর করিয়া বলিল যেমন
য়িহুহা কহিয়াছেন তোমার দাসেরদিগকে তেমনে
৩২ করিব। আমরা সাজ হইয়া পার হইব খনায়ঁন দেশে
য়িহুহার আগে আমারদের অধিকার য়িৰ্দ্দনের এ পার
৩৩ আমারদের হওনার্থে। তাহাতে মোশা দিলেন তাহার
দিগকে তাহাই গাদ ও রাওবনের সন্তানেরদিগকে
ও যুসফের পুত্র মানশার গোষ্ঠীর অৰ্দ্ধকে আমরীর
দের রাজা সীহনের রাজ্য এবং বশনের রাজা
ওগোর রাজ্য তাহার সকল সহর সমেত সমস্ত
সীমায় তাহাই সকল চতুৰ্দ্দিগের দেশের সহর।
৩৪ পরে গাদের সন্তান গাথিল দীবন এবং ওটরত
৩৫ ও গারওর। ও ওটরত ও শোফন ও যিগুজর ও

৩৬ য়িগবহ। ও বীতনম্র ও বীতহরণ বেড়া সহর
৩৭ ও মেষ গোহালি। এবং রূবেনের সন্তান গাঁথিল
৩৮ হশবোন ও আলিউলা ও করিতীম ও নবো ও
বআলমিওন তাহারদের নাম বদল হইয়া এবং
শবমা পরে তাহারদের যে গাঁথিত সহরের অন্য
৩৯ নাম দিল। মনশার পুত্র মাখিরের সন্তান গিলিওদে
যাইয়া করতল করিল তাহা এবং নিরধিকার করিল
আমরীরদিগকে যাহারা বাস করিল তাহার মধ্যে।
৪০ পরে মোশা দিল গিলিওদ মনশার পুত্র মাখিরকে ও সে
৪১ বাস করিল তাহার মধ্যে। মনশার পুত্র য়িয়াইর
ও যাইয়া করতল করিল তাহার সকল ছোট গ্রাম
৪২ ও রাখিল তাহারদের নাম হ্বোত য়িয়াইর। এবং
নবহ যাইয়া করতল করিল কনত ও তাহার গ্রাম
ও তাহারদের নাম রাখিল নবহ তাহার আপনার
নামানুযায়ি।

পর্ব্ব ৩৩
এই য়িশ্রালের সন্তানেরদের যাত্রা যাহারা বাহির
হইল মিসর দেশ হইতে তাহারদের সেনাগণ সুদ্ধা
মোশা ও আহারনের হেতু করণক। য়িহুহার আজ্ঞায়
২ মোশা লিখিল তাহারদের গমন তাহারদের যাত্রানু
যায়ি। এই তাহারদের যাত্রা তাহারদের গমনানুযায়ি।
৩ প্রথম মাসে তাহারা প্রস্থান করিল রাঁমসস হইতে
প্রথম মাসের পঞ্চদশম দিনেই পেশাক্ষের পর দিনে
য়িশ্রালের সন্তানেরা পরাক্রান্ত হাতে প্রস্থান করিল

৪ মিজরীরদের দৃষ্টে। মিজরীরা কবরে দিল তাহারদের
সকল প্রথম জন্মত যাহারদিগকে য়িহুহা মারিয়া
ছিলেন য়িহুহা ও শাস্তি দিলেন তাহারদের সমস্ত
৫ দেবতাকে। পরে য়িশরালের সন্তানেরা রাঁমসস
৬ ছাড়িয়া টোল ফেলিল সথাতে। পরে সথত ছাড়িয়া
৭ টোল ফেলিল আতমে তাহা বনের ধারে। পরে আতম
হইতে যাইয়া ফিরিল পিহাহীরতে যাহা বাওল
জফনের সন্মুখে এবং টোল ফেলিল মগদলের
৮ সন্মুখে। পরে তাহারা প্রস্থান করিল পিহাহি
রতের সন্মুখ হইতে এবং সমুদ্রের মধ্যে২ দিয়া গেল
বনে। তারপর তিন দিনের পথ যাইয়া আতম কাননে
৯ টোল ফেলিল মরায়। পরে মরা হইতে যাইয়া
পৌঁছিল আইলমে ও সেখানে টোল ফেলিল।
আইলমে ছিল বারো জলের উনুই ও সত্তরি খর্জ্জুর
১০ বৃক্ষ। পরে আইলম হইতে যাইয়া টোল ফেলিল
১১ উরাবি সমুদ্রের কিনারায়। তারপর উরাবি সমুদ্র
১২ ছাড়িয়া টোল ফেলিল সিন অরন্য। পরে তাহারা
১৩ সিন অরন্যে ছাড়িয়া টোল ফেলিল দফকায়। পরে
দফকা হইতে যাইয়া টোল ফেলিল আলোশে।
১৪ তৎপরে তাহারা আলোশ হইতে লড়িয়া টোল ফেলিল
রফদমে যে স্থানে লোকের পীবার জল ছিল না।
১৫ পরে রফদম হইতে প্রস্থান করিয়া টোল ফেলিল
১৬ সিনী কাননে। পরে তাহারা সিনী বন হইতে
১৭ যাইয়া টোল ফেলিল কবরত হত্তাবায়। এবং
তাহারা প্রস্থান করিল কবরত হত্তাবা হইতে পরে

১৮ টৌল ফেলিল হ্রৎমতে। পরে তাহারা প্রস্থান
করিল হ্রৎমত হইতে ও টৌল ফেলিল রত্মায়।
১৯ পরে তাহারা রত্মা ছাড়িয়া টৌল ফেলিল রম্মন
২০ পরচে। তারপর রম্মনপরচ ছাড়িয়া টৌল
২১ ফেলিল লবনায়। পরে তাহারা লবনা হইতে
২২ নড়িয়া টৌল ফেলিল রস্মায়। পরে রস্মা ছাড়িয়া
২৩ টৌল ফেলিল কহলতায়। পরে তাহারা কহলত
২৪ হইতে যাইয়া টৌল ফেলিল শফর পর্ব্বতে। তৎপর
তাহারা নড়িল শফর পর্ব্বত হইতে ও টৌল ফেলিল
২৫ হ্ররদায়। পরে হ্ররদা ছাড়িয়া টৌল ফেলিল
২৬ মক্কহলতে। এবং মক্কহলত হইতে নড়িয়া তাহারা
২৭ টৌল ফেলিল তহ্কতে। পরে তহ্কত হইতে
২৮ প্রস্থান করিয়া টৌল ফেলিল তরহে। পরে নড়িল
২৯ তরহ হইতে ও টৌল ফেলিল মত্কায়। এবং
তাহারা মত্কা হইতে যাইয়া টৌল ফেলিল হ্রশ্মনায়।
৩০ পরে প্রস্থান করিল হ্রশ্মনা হইতে ও টৌল ফেলিল
৩১ মসেরোতে। তৎপরে তাহারা মসেরোত হইতে
৩২ যাইয়া নৌছিল বেনিয়াঁকানে। পরে বেনি
৩৩ য়িয়াঁকান ছাড়িয়া টৌল ফেলিল হ্ররহগিদগাদে। তার
পর তাহারা প্রস্থান করিল হ্ররহগিদগাদ হইতে ও
৩৪ টৌল ফেলিল য়িটবতায়। পরে তাহারা গেল
৩৫ য়িটবতা হইতে ও টৌল ফেলিল উবরনায়। পরে
তাহারা উবরনা হইতে যাইয়া টৌল ফেলিল উজিন
৩৬ গবরে। তারপর উজিনগবর ছাড়িয়া টৌল ফেলিল
৩৭ জিন বনে তাহা কদেশ। পরে তাহারা কদেশ হইতে

যাইয়া টোল ফেলিল হুর পর্ব্বতে তাহা আদোমের
৩৮ দেশের ধারে। তখন যিহুহার আজ্ঞায় আহারণ
যাজক হুর পর্ব্বতে যাইয়া মরিল সে স্থানে
যিশরালের সন্তান মিসর হইতে আইসনের পরে
চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে।
৩৯ আহারণ হুর পর্ব্বতে মরন কালে তাহার বয়ক্রম
৪০ ছিল এক শত তেইশ বৎসর। খনাখঁনীরদের রাজা
ওরদ যে বসতি করিল দক্ষিন দেশে শুনিল যিশরালের
৪১ সন্তানেরদের আইসনের কথা। পরে তাহারা লড়িল
হুর। পর্ব্বত হইতে ও টোল ফেলিল চলমনায়।
৪২ পরে চলমনা ছাড়িয়া তাহারা পৌঁছিল পুননে।
৪৩ তৎপরে পুনন হইতে যাইয়া টোল ফেলিল আবতে।
৪৪ পরে তাহারা আবত হইতে লড়িয়া টোল ফেলিল
৪৫ ঈয়ি ওবারিমে তাহাই মোয়াবের সীমায়। পরে
ঈয়িম হইতে যাইয়া টোল ফেলিল দীবনগাদে।
৪৬ তৎপরে তাহারা দীবনগাদ ছাড়িয়া টোল ফেলিল
৪৭ ওলমন দবলতীমে। পরে ওলমন দবলতীম হইতে প্রস্থান
করিয়া পৌঁছিল ওবরিম পর্ব্বতে নবোর সন্মুখে।
৪৮ পরে তাহারা প্রস্থান করিল ওবরিম পর্ব্বত হইতে ও
টোল ফেলিল মোয়াবের সমান ভূমিতে যির্দ্দনের
৪৯ নিকট যিরিখোর সন্মুখে। তাহারা টোল ফেলিল
যির্দ্দনের কিনারা২ বীতযিশমত হইতে আবল
শটিম পর্য্যন্ত মোয়াবের সমান ভূমিতে।
৫০ যিহুয়া এ কথা বলিলেন মোশাকে মোয়াবের
সমান ভূমিতে যির্দ্দনের নিকট যিরিখোর সন্মুখে।

৫১ কহ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তোমরা য়িৰ্দ্দনের
৫২ পার হইয়া খনাঁয়ন দেশে ওত্তরিয়া খেদিয়া দেহ
সে দেশের সকল প্রজা তোমারদের সন্মুখ হইতে ও
নষ্ট কর তাহারদের সকল ছবি নষ্ট কর ও তাহার
দের সকল সাঁচুয়া প্রতিমা ও খোলয়ানা কাটিয়া ফেল
৫৩ তাহারদের সকল ওচ্চস্থান ও দেশের প্রজারদিগকে
নিরধিকার করিয়া বাস কর তাহার মধ্যে কেননা
আমি দেশ দিয়াছি তোমারদিগকে অধিকারের
৫৪ কারন। গুলিবাঁট করিয়া ভাগ কর সে দেশ তোমারি
দের বংশেরদের অধিকারের কারন অনেককে দেহ
অধিক অধিকার ও অল্পকে দেহ কমি অধিকার প্রতি
জনের অধিকার হইবে সে জায়গায় যেখানে তাহার
বাঁট পড়ে তোমারা পাইবা অধিকার তোমারদের
৫৫ পিতৃ গোষ্ঠীরানুযায়ি। কিন্তু যদি তোমরা খেদিয়া না
দিবা সে দেশের প্রজা তোমারদের সন্মুখ হইতে
তবে এমত হবে তাহারদের যাহারা থাকে হবে
তোমারদের চক্ষের শূল ও কোঁকের কাঁটা ও
দুঃখ দিবে তোমারদিগকে সে দেশে যাহাতে
৫৬ তোমরা বসতি কর। এমত ও হইবে আমি করিব
তোমারদিগকে যেমত আমার মনে ছিল করিতে
তাহারদিগকে।

পর্ব্ব ৩৪ য়িহুহা কহিলেন এ কথা মোশাকে আজ্ঞা করিয়া
কহ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে যখন তোমরা
২ পৌছ খনাঁয়ন দেশে সে দেশেই যাহা পড়িবে

তোমারদিগকে অধিকারের নিমিত্ত যনাঁয়নীরদের
৩ দেশ ও তাহার সকল সিমা তখন তোমারদের
দক্ষিনাংশ হবে চন কানন হইতে আদোমের
কিনারায়২ এবং তোমারদের দক্ষিন সীমা হবে লবন
৪ সমুদ্রের পূর্ব্ব কিনারায় তোমারদের সীমা
ফিরিবে দক্ষিনদিগ হইতে উকরবিমের পথ পর্য্যন্ত
পরে যাবে চন পর্য্যন্ত এবং তাহার হদ্দ হবে দক্ষিন
হইতে কদশ বরনাঁ পর্য্যন্ত এবং অগ্রে২ হবে হজরা
৫ দর পর্য্যন্ত ও যাবে উজমনা পর্য্যন্ত এবং তোমার
দের সীমা ঘুরিবে উজমনা হইতে মিচরের নদী
৬ পর্য্যন্ত ও তাহার হদ্দ হবে সমুদ্র। পশ্চিম সীমা
এই। বড় সমুদ্র হবে তোমারদের সীমা তাহা হবে
৭ তোমারদের পশ্চিম সীমা। এই তোমারদের ওত্তর
৮ সীমা। বড় সমুদ্র হইতে হর পর্ব্বত পর্য্যন্ত হর
পর্ব্বত হইতে হর হমাতের প্রবেশ পর্য্যন্ত ও সে
৯ সীমা যাবে চদদে সীমা ও যাবে জফরনে ও হদ্দ
হবে হচর ওীননে। এই তোমারদের ওত্তর সীমা।
১০ তোমারদের পূর্ব্ব সীমা হর হচর ওীনন হইতে
১১ শফম পর্য্যন্ত সীমা যাবে শফম হইতে রবলায়
ওীনের পূর্ব্বদিগে এবং নামিবে ও ধরিবে
১২ যনরতের সমুদ্র পূর্ব্বদিগে। সীমা ও যাবে য়িদ্দনে
ও তাহার হদ্দ হবে লবন সমুদ্রে। এই তোমারদের
১৩ দেশ তাহার সকল চতুর্দ্দিগের সীমা সুদ্ধ। তখন
মোশা এ কথা আজ্ঞা করিল য়িশরালের সন্তানের
দিগকে এই সে দেশ যাহা তোমরা গুলিবাঁট করিয়া

অধিকার পাইবা যাহা য়িহুহা দিতে আজ্ঞা
করিয়াছেন সে নয় গোষ্ঠীরে ও সে অর্দ্ধ গোষ্ঠীরে।
১৪ রাওবন ও গাদের সন্তানের গোষ্ঠীই তাহারদের
বংশানুযায়ি ও মনশার গোষ্ঠীর অর্দ্ধেক পাইয়াছে
১৫ তাহারদের অধিকার সে আড়াই গোষ্ঠী অধিকার
পাইয়াছে য়িৰ্দ্দনের এ পার য়িরিখোর সন্মুখে পূর্ব্ব
দিগে সূর্য্যোঠানেরদিগে।
১৬ য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে এ তাহারদের
১৭ নাম যাহারা ভাগ করিবে সে দেশ তোমারদের
কারন আলিয়েঁজর যাজক ও নোনের পুত্র য়িহোশুয়াঁ।
১৮ ও প্রতি গোষ্ঠীর এক২ জন অধ্যক্ষ লও সে দেশ ভাগ
১৯ করিতে অধিকারের কারন। এই সে মানুষেরদের
নাম। য়িহুদার গোষ্ঠীর য়িফুনার পুত্র খলর।
২০ শিমওনের গোষ্ঠীর ওমিহোদের পুত্র শমুএল।
২১ বেনিমনের গোষ্ঠীর খসলোনের পুত্র আলিদদ।
২২ দনের সন্তানের গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ য়িগলির পুত্র বক্কি
২৩ যুসফের সন্তানের অধ্যক্ষ মনশার সন্তানের
২৪ গোষ্ঠীর কারন আফদের পুত্র হুনিএল। আফ্রিমের
সন্তানের গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ শফটনের পুত্র কমুএল।
২৫ জবুলনের সন্তানের গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ পরনখের পুত্র
২৬ আলিচফন। য়িশস্থরের সন্তানের গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ
২৭ ওজনের পুত্র পল্টিএল। আশরের সন্তানের গোষ্ঠীর
২৮ অধ্যক্ষ শলমীর পুত্র আহ্নিহোদ। নপ্তলির সন্তানের
২৯ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ ওমিহোদের পুত্র পদহাল। এ তাহারা
যাহারদিগকে য়িহুহা আজ্ঞা করিলেন সে অধিকার

ভাগ করিতে খনাঁয়ন দেশে য়িশরালের সন্তানের
দের কারন।

পর্ব্ব ৩৫
য়িহুহা ও এ কথা কহিলেন মোশাকে মোয়াবের
সমান ভূমিতে যির্দ্দনের নিকট যিরিহ্কোর সন্মুখে।
২ আজ্ঞা কর য়িশরালের সন্তানেরদিগকে বাস করনের
সহর দিতে লোঙ্গীরদিগকে তাহারদের অধিকার
হইতে ওপসহর ও দেও লোঙ্গীরদিগকে তাহারদের
৩ চতুর্দ্দিগের সহরের কারন। সহর হবে তাহারদের
বসতি করিবার কারন এবং ওপসহর তাহারদের
৪ পশু ও সামগ্রী ও জন্তুর কারন। এবং সহরের ওপ
সহর যাহা তোমরা দিবা লোঙ্গীরদিগকে হইবে
সহরের দেয়াল হইতে বাহিরে এক হাজার হাত
৫ চারিদিগে। মাপ সহরের বাহিরে পুর্ব্বদিগে দুই
হাজার হাত দক্ষিনদিগে দুই হাজার হাত পশ্চিম
দিগে দুই হাজার হাত ওত্তরদিগে দুই হাজার হাত
এবং সহর হবে মধ্যখানে এ হইবে তাহারদের
৬ সহরের ওপসহর। যে সহর তোমরা দিবা
লোঙ্গীরদিগকে তাহার মধ্যে নিরূপন কর ছয়টা
আশ্রয় সহর মানুষ মারকের কারন তাহার সেখানে
পলায়নের জন্য এবং তাহারদের সহিত দিও
৭ আর বিয়াল্লিশ সহর। অতএব সকল সুদ্ধা
আটচল্লিশ সহর দিতে হবে লোঙ্গীরদিগকে তাহার
৮ দের ওপসহর সমেত। সে সহর দেও য়িশরালের
সন্তানেরদের অধিকার হইতে অনেক হইতে দেও
অনেক কিন্তু অল্প হইতে দেও অল্প প্রতি জন দিবে

তাহার সহর লোক্সেরদিগকে তাহার প্রাপ্ত অধিকা
রানুযায়ি।———
৯ য়িহুহা ও এ কথা কহিলেন মোশাকে। এ কথা
১০ কহ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তোমরা য়ির্দ্দনের
১১ পার হইয়া থনাঁয়ন দেশে যাইয়া আশ্রয় সহর
নিরূপন কর হত্যাকর্ত্তা যে অকস্মাৎ মারে কোন
১২ জনকে পলায়নের কারন সে স্থানে। তাহা হইবে
আশ্রয় সহর তোমারদের কারন বধ দায়ক হইতে
মানুষমারক না মরনের কারন তাহার বিচারে
১৩ দাণ্ডানের পূর্ব্ব মণ্ডলির সাক্ষাতে। সে সহর
হইতে যাহা তোমরা দিবা ছয়টা হবে আশ্রয় সহর
১৪ তিন সহর দিও যির্দ্দনের এ পার ও তিন সহর দিও
১৫ থনাঁয়ন দেশে যাহা হবে আশ্রয় সহর। এ ছয়
সহর হইবে য়িশরালের সন্তানের ও বিদেশীর ও
তাহারদের সহবাসীর আশ্রয়ের জন্যে তাহাতে প্রতি
জন যে অকস্মাৎ বধ করে কোন জনকে পলাইতে
১৬ পারিবে সেখানে। যদি লোহার হাতিয়ার দিয়া মারে
তাহাকে তাহাতে মরে তবে সে আছে হত্যাকর্ত্তা
১৭ হত্যাকর্ত্তাকে অবশ্য মারিয়া ফেলিতে হবে। যদি
হত্যা করন মতে পাথর ফেলাইয়া মারে তাহাকে
তাহাতে মরে তবে ও হত্যাকর্ত্তা আছে হত্যাকর্ত্তাকে
১৮ অবশ্য মারিয়া ফেলিতে হবেক। কিম্বা যদি
কাষ্ঠের কোন হত্যাকরন মত হাতিয়ারে মারে
তাহাকে তাহাতে মরে তবে হত্যাকর্ত্তা আছে

হত্যাকর্ত্তাকে অবশ্য মারিয়া ফেলাইতে হবে খুনের
১৯ দায়ক আপনি মারিয়া ফেলিবে সে হত্যাকর্ত্তাকে
যখন পায় তাহাকে তখনই মারিয়া ফেলিবে তাহাকে।
২০ কিম্বা যদি ঘৃণা করিয়া বিন্ধিয়া ফেলে তাহাকে কিম্বা
গুপ্তে থাকিয়া কিছু ফেলিয়া দেয় তাহার গায়
২১ তাহাতে মরে। কিম্বা শত্রুতায় হাত দিয়া মারে
তাহাকে তাহাতে মরে তবে যে মারিল তাহাকে
অবশ্য মারিয়া ফেলা হবেক সে আছে হত্যাকর্ত্তা
খুন দায়ক মারিয়া ফেলাইবে হত্যাকর্ত্তকে যখন
২২ পায় তাহাকে। কিন্তু যদি শত্রুতা না থাকিয়া
কেহ অকস্মাৎ বিন্ধে কাহাকে কি কোন বস্তু ফেলে
২৩ তাহার উপর গুপ্ত না থাকিয়া কিম্বা কোন
পাথর যাহাতে মনুষ্যে মরিতে পারে যদি না দেখিয়া
তাহা ফেলে তাহার উপর তাহাতে মরে এবং ছিল
না তাহার শত্রু ও চেষ্টা করিল না তাহার হিংসা।
২৪ তখন মণ্ডলি বিচার করুক সে খুনকর্ত্তা ও খুন
২৫ দায়কের মধ্যে এ সকল বিচারানুযায়ি। ও মণ্ডলি
পরিত্রান করুক সে খুন কর্ত্তাকে খুন দায়কের হাত
হইতে ও মণ্ডলি ফিরিয়া দিউক তাহাকে তাহার
আশ্রয় সহরে যেখানে পলাইয়াছিল এবং সে বাস
করিবে তাহাতে পবিত্র তৈলাভিষিক্ত প্রধান যাজকের
২৬ মরন পর্য্যন্ত। কিন্তু যদি সে খুন কর্ত্তা কোন
কালে যায় তাহার আশ্রয় সহরের সীমার বাহিরে
২৭ যেখানে পলাইয়াছিল। ও খুনদায়ক খুনীকে তাহার
আশ্রয় সহরের সীমার বাহিরে পাইয়া মারিয়া

২৮ ফেলে সে কারনে মানাপরাধী হইবেক না কেননা
তাহার থাকনের প্রিয়োজন ছিল তাহার আশ্রয়
সহরের ভিতরে প্রধান যাজকের মরন পর্য্যন্ত
প্রধান যাজকের মরনের পরে খুনী ফিরাইয়া যাবেক
২৯ তাহার অধিকার ভুমিতে। এই হবে তোমারদের
বিচারের এক ব্যবস্থা তোমারদের পুরুষানুক্রমে
৩০ সকল বসতিতে। যে কেহ বধ করে কাহাকে সে
হত্যাকর্ত্তাকে মারিয়া ফেলিতে হবে সাক্ষীর মুখের
কথায় কিন্তু এক জন সাক্ষী দিতে পারে না কোন
৩১ কাহার বিপরিতে মারিয়া ফেলাইতে তাহাকে। তোমরা
কিছু দায়া লইও না হত্যাকর্ত্তার জীবনের কারণ
যদি সে মরনের যোগ্য হইয়া থাকে তাহাকে অবশ্য
৩২ মারিয়া ফেলিতে হবে। তোমরা ও লইও না কিছু
দায়া তাহার কারন যে পলাইয়াছে তাহার আশ্রয়
সহরে যে কারনে পুন আসিয়া দেশে বাস করিতে
৩৩ পারিবে প্রধান যাজকের মরনের পূর্ব্বে। তাহাতে
অশুচি না করিবা সে দেশ যাহাতে বাস কর। বধ
অশুচি করে দেশ এবং দেশ পরিস্কার হইতে পারিবে
না সে রক্ত হইতে যে পাত হইয়াছে তাহার মধ্যে
৩৪ তাহার রক্ত বিনা যে পাত করিল তাহা। অতএব
অশুচি করিও না সে দেশ যাহাতে বাস করিবা
যাহাতেই আমি বাস করি। আমি যিহুহাই
বসতি করিতেছি যিশরালের সন্তানের মধ্যে।

পর্ব্ব যুসফের সন্তানেরদের বংশের মনশার পুত্র মখি
৩৬ রের পুত্রগনের গলিয়দের বংশেদের প্রধান লোক

আসিয়া বলিল মোশাঃ এবং য়িশরালের সন্তানেরদের
২ পুরান অধ্যক্ষেরদের সাক্ষাত। তাহারা বলিল য়িহুহা
আজ্ঞা করিলেন আমার প্রভুকে সে দেশ গুলিবাঁট
করিয়া দিতে অধিকারের কারন য়িশরালের সন্তানের
দিগকে এবং আমার প্রভু আজ্ঞা পাইলেন য়িহুহার
মুখে আমারদের ভাই চলফক্কদের অধিকার
৩ দিতে তাহার কন্যারদিগকে। তাহারদের যদি
বিবাহ হয় য়িশরালের আর কোন গোষ্ঠীর সন্তানের
দের সহিত তবে তাহারদের অধিকার লয়া হইবে
আমারদের পিতৃরদের অধিকার হইতে ও দেয়া
যাবে সে গোষ্ঠীর অধিকারের সহিত যাহার মধ্যে
লয়া হয় সে মত তাহা যাবে আমারদের অধিকার
৪ হইতে। য়িশরালের সন্তানেরদের মহোৎসব বৎসর
যখন হয় তখন তাহারদের অধিকার গননা হবে
সে গোষ্ঠীর অধিকারের সহিত যাহার মধ্যে লয়া
হয় এমত তাহারদের অধিকার যাইবে আমারদের
৫ পিতৃ গোষ্ঠীর অধিকার হইতে। তখন মোশা আজ্ঞা
করিল য়িশরালের সন্তানেরদিগকে য়িহুহার এ কথা
নুযায়ি যুসফের সন্তানের গোষ্ঠী ভাল কথা কহিয়াছে
৬ এ সে কথা যাহা য়িহুহা আজ্ঞা করেন চলফক্কদের
কন্যারদের বিষয় তাহারা বিবাহ করুক কোন
কাহার সহিত যাহা তাহারদের পশন্দ কেবল আপনা
রদের পিতৃ গোষ্ঠীর লোকের সহিত বিবাহ করুক
৭ সে মত য়িশরালের সন্তানের অধিকার যাবে না
গোষ্ঠীং কেননা য়িশরালের সন্তানের প্রতি এক জন

থাকিবে আপনার পিতৃ গোষ্ঠীর অধিকারের
৮ সহিত। এবং প্রতি কন্যা যাহার অধিকার আছে
য়িশরালের সন্তানের কোন গোষ্ঠীতে সে হবে
তাহার পিতার গোষ্ঠীর পরিজনের এক জনের জায়া
তাহাতে য়িশরালের সন্তান পাইতে পারিবে প্রতি
৯ জন তাহার পিতৃ অধিকার সে অধিকার ও
লড়িবে না গোষ্ঠীং কিন্তু য়িশরালের সন্তানের প্রতি
১০ গোষ্ঠী থাকিবে আপনং অধিকারে যেমন য়িহহা
আজ্ঞা করিলেন মোশাকে তেমন জলফহুদের কন্যারা
১১ করিল। মহ্লা তির্জা হগিলা মলখা ও নওা জলফ
হুদের কন্যারদের বিবাহ ছিল তাহারদের খুড়তিত
১২ ভ্রাতারদের সহিত তাহারদের বিবাহই ছিল
যুসফের পুত্র মনশার বংশে ও তাহারদের অধিকার
থাকিল তাহারদের পিতৃ বংশের গোষ্ঠীতে।
১৩ এই সে আজ্ঞা ও বিচার যাহা য়িহহা দিলেন
মোশার মারফত য়িশরালের সন্তানেরদিগকে
মোয়াবের সমান ভূমিতে য়িৰ্দ্দনের নিকট য়িরিহোর
সন্মুখে।

যোশার পঞ্চম পুস্তক তাহা বলে দ্বিতীয়বাক্য ।

প্রথম পর্ব্ব ।

১ এই সে কথা যাহা যোশা কহিলেন সকল
য়িশরালীরদিগকে য়িৰ্দ্দনের এ পার অরণ্যতে ঔরাবি
সমুদ্রের সন্মুখে সমান ভূমিতে পারন ও তফল ও
২ লবন ও হচরত ও দিজহবের মধ্যস্থলে । সে
পন্থে যাহা যায় হুরব হইতে শঈর পর্ব্বত দিয়া
৩ কদেশ বর্ণাতে তাহাই এগারো দিনের পথ । চল্লিশ
বৎসরের এগারঞি মাসের প্রথম দিনে যোশা
কহিল য়িশরালের সন্তানেরদিগকে সে সকলানুযায়ি
যাহা য়িহুহা আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাকে তাহারদের
৪ জন্য । আমরীরদের রাজা সিহুন যে বাস করিল
হুশবোনে এবং বশনের রাজা ঔগ যে বাস করিল
৫ আদরঈর ঔস্তরতে বধ করনের পরে । যোয়াবের
দেশে য়িৰ্দ্দনের এ পার যোশা এ বিধি প্রকাশ
করিতে লাগিল কহিয়া ।

৬ আমারদের ঈশ্বর য়িহুহা এ কথা কহিলেন
আমারদিগকে হুরবে তোমরা বাস করিয়াছ বহু
৭ কাল এ পর্ব্বতে । ফির যাত্রা করিয়া যাও আমরীরদের

পর্ব্বতে এবং তাহার নিকট সমস্ত জায়গায় সমান
ভূমিতে পর্ব্বতে ও মাটে ও দক্ষিণে ও সমুদ্রের
নিকটে খনাথনীরদের দেশে ও লবনন ও বড় নদী
৮ তাহাই ফরাত নদী পর্য্যন্ত। দেখ আমি রাখিয়াছি
সে সকল দেশ তোমারদের সন্মুখে প্রবেশ কর সে
দেশের অধিকার লও যাহা যিহুহা কিরা করিলেন
তোমারদের পিতৃ আবরাহাম য়িজহ্ক ও যাঁকুবের
কাছে দিতে তাহারদিগকে ও তাহারদের সন্তানের
দিগকে তাহারদের পরে।
৯ সে কালে আমি এ কথা কহিলাম তোমারদিগকে
আমি একা সাহতে পারি না তোমারদিগকে।
১০ তোমারদের ঈশ্বর যিহুহা বাড়াইয়াছেন তোমার
দিগকে এবং দেখ তোমরা আজি স্বর্গের নক্ষত্রের
১১ মত অনেক। তোমারদের পিতারদের ঈশ্বর
যিহুহা বাড়াওন তোমারদিগকে হাজারগুন এবং বর
১২ দিওন তোমারদিগকে তাহার করারানুযায়ি; আমি
একা কেমনে সহিতে পারি তোমারদের ভার ও হকুল্লা
১৩ ও বিরোধ। তোমরা লও জ্ঞানবান ও বুদ্ধিবান ও
তোমারদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিখ্যাত লোককে পরে
আমি নিযুক্ত করিব তাহারদিগকে তোমারদের
১৪ কর্ত্তা। তৎকালে তোমরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
আমাকে যাহা কহিয়াছ তাহা আমারদের কর্ত্তব্য।
১৫ অতএব আমি তোমারদের গোষ্ঠীর প্রধান জ্ঞানবান ও
বিখ্যাত লোককে লইয়া। নিযুক্ত করিলাম তোমারদের
অধ্যক্ষ হাজারের ও শতেরদের ও পঞ্চাশেরদের ও

দশেরদের সেনাপতি ও তোমারদের গোষ্ঠীর কর্ত্তা।
১৬ আমি ও এ কথা আজ্ঞা দিলাম তোমারদের বিচার
কর্ত্তারদিগকে শুন তোমারদের ভ্রাতারদের নালিষ ও
প্রকৃত বিচার কর মানুষ ও তাহার ভাই ও বিদেশীর
১৭ মধ্যে যে তাহার সহিত। লোককে মুখাবলোকন
করিও না বিচারে যেমন বড় তেমন ক্ষুদ্র লোকের
কথা শুন মানুষের মুখ ভয় করিও ও না কেননা
বিচার আছে ঈশ্বরের ও যে মকদ্দমা অতি কঠিন
তোমারদের কারন তাহা আমার কাছে আনিয়া আমি
১৮ শুনিব তাহা। সে দিনে ও আমি আজ্ঞা করিলাম
তোমারদিগকে সকল কিং কর্ত্তব্য।

১৯ পরে আমরা হুরব ছাড়িয়া গেলাম সে বড় ও
ভয়ঙ্কার কানন দিয়া যাহা তোমরা দেখিলা আমরীর
দের পর্ব্বতের পন্থে যে মত আমারদের ঈশ্বর
য়িহুহা আজ্ঞা দিলেন আমারদিগকে এবং পৌঁছিলাম
২০ কদশ বরনাঁয়। এবং আমি বলিলাম তোমারদিগকে
তোমারা আসিয়াছ আমরীরদের পর্ব্বতে যাহা
আমারদের ঈশ্বর য়িহুহা দেন আমারদিগকে
২১ দেখ তোমার ঈশ্বর য়িহুহা করিয়াছেন সে দেশ
তোমারদের সন্মুখে যাও তাহার অধিকার কর
যেমন তোমারদের পিতৃবেদর ঈশ্বর য়িহুহা কহিয়া
ছেন তোমাকে ভয় না নিরাশ্বাস হইও না।
২২ তখন তোমারা প্রতি জন আমার নিকট আসিয়া
বলিল আমরা লোক পাঠাইব আমারদের অগ্রে
তাহারা সে দেশ তজবিজ করিয়া সমাচার আনিবে

আমারদিগকে কোন পথ দিয়া যাইব ও কোন সহরে
২৩ যাইব। সে কথায় আমার বড় সন্তোষ ছিল অতএব
লইলাম তোমারদের বারো জনকে একং গোষ্ঠীর একং
২৪ জন। পরে তাহারা ফিরিল এবং পর্ব্বতে যাইয়া পৌঁছিল
আশখল মাটে ও তত্ত্ববিত্ত করিল তাহা এবং তাহারা
২৫ সে দেশের কিছু ফল হাতে করিয়া আনিল ও সমাচার
আনিয়া বলিল যে দেশ আমারদের ঈশ্বর য়িহুহা
দিতেছেন আমারদিগকে তাহা বড় ভাল দেশ
২৬ তত্রাপি তোমরা যাইতে চাহিলা না কিন্তু অতিক্রম
২৭ করিলা তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার আজ্ঞা ও
তোমারদের তাম্বুতে কচং করিয়া বলিল য়িহুহা ঘৃণা
করিলেন আমারদিগকে অতএব বাহির করিয়া
আনিয়াছেন আমারদিগকে মিসর দেশ হইতে
গচ্ছিত করিতে আমারদিগকে আমরীরদের হাতে
২৮ আমারদিগকে সংহারার্থে। আমরা কোথায়
যাইব আমারদের ভ্রাতাগন নিরাশ্বাস করাইয়াছে
আমারদের অন্তঃকরন এ কথা কহিয়া সে লোক
আমারদিগ হইতে বড় ও লম্বা সহর ও বড় এবং
দেয়াল বেড়া স্বর্গ পর্য্যন্ত আমরা ও সেখানে
২৯ দেখিয়াছি ওনকী বংশ লোককে। তখন আমি
বলিলাম তোমারদিগকে ভীত হইও না ভয়ার্থ হইও
৩০ না তাহারদের বিষয় য়িহুহা তোমাদের ঈশ্বর যিনি
যাইতেছেন তোমারদের আগে তিনি যুদ্ধ করিবেন
তোমারদের কারন সকলেরানুযায়ি যাহা করিয়াছেন

মিজরে তোমারদের কারন তোমারদের গোচরে
৩১ এবং অরন্যে যেখানে তুমি দেখিয়াছ কেমন
করিয়া য়িহুহা তোমার ঈশ্বর বহিলেন তোমাকে
যেমন মনুষ্য বহে তাহার পুত্রকে তোমারদের সকল
গমন পথে তোমারদের এ স্থানে পোঁছন পর্য্যন্ত ।
৩২ কিন্তু ইহাতে তোমরা আস্থা করিলা না য়িহুহা তোমার
৩৩ দির ঈশ্বরকে যিনি রাত্রিতে পথে গেলেন অগ্নিতে
তোমারদের অগ্রে ও দিনে মেঘে জায়গা চেষ্টা করিতে
তোমারদের তাম্বু খাড়া করনের জন্য ও দেখাইতে
তোমারদিগকে কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে ।
৩৪ তখন য়িহুহা তোমারদের কথা শুনিয়া ক্রোধিত
৩৫ হইয়া এ কথা কিরা করিলেন অবশ্য এ দুষ্ট পুরুষের
এক জন দেখিবে না সে বিলক্ষন দেশ যাহা আমি কিরা
৩৬ করিলাম দিতে তোমারদের পিতৃদিগকে য়িফুনার পুত্র
খলব বিনা সে তাহা দেখিতে পাইবে এবং যে দেশের
ওপর তাহার ভ্রমন ছিল সে দেশ আমি দিব তাহাকে
ও তাহার সন্তানকে কেননা সে ঘোলয়ানা গেল
৩৭ য়িহুহার পাছে । য়িহুহা ও ক্রোধিত ছিলেন আমার
ওপর তোমারদেরার্থে এ কথা কহিয়া তুমি ও সেখানে
৩৮ প্রবেশ করিতে পাইবা না কিন্তু নোনের পুত্র য়িহোশুয়া
যে দাণ্ডাইতেছে তোমার সাক্ষাত সে প্রবেশ করিবে
সেখানে ও সে তাহার অধিকার দেয়াইবে য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে অতএব তাহাকে আশ্বাস দিও ।
৩৯ কিন্তু তোমার ছালিয়া যে যাহারদিগকে বলিলা হবে
শিকার ও তোমারদের সন্তান যাহারদের কেহ ভাল

মন্দ বিচার করণেতে জ্ঞান তখন ছিল না তাহারা
প্রবেশ করিবে ও আমি দিব তাহা তাহারদিগকে ও
৪০ তাহারা তাহার অধিকার পাইবে। কিন্তু তোমরা
উরাবি সমুদ্রের পথ দিয়া ফিরিয়া যাও অরণ্যে।

৪১ তখন তোমরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলা আমাকে
আমরা পাপ করিয়াছি যিহুহার বিপরিতে আমরা
যুদ্ধ করিতে যাব সে সকলানুযায়ি যাহা আমারদের
ঈশ্বর যিহুহা আজ্ঞা করিয়াছেন আমারদিগকে।
পরে প্রতি জন আপনং অস্ত্রশাস্ত্র গায় বান্ধিয়া
৪২ পর্ব্বতে যাইতে প্রবর্ত্ত ছিল। এবং যিহুহা
বলিলেন আমাকে কহ তাহারদিগকে যাইও না
যুদ্ধ করিও না আমি তোমারদের মধ্যে নহি পাছে
৪৩ মারা পড়িবা তোমারদের শত্রুরকের আগে অতএব
আমি কহিলাম তোমারদিগকে ও তোমরা শুনিলা
না কিন্তু অতিক্রম করিলা যিহুহার আজ্ঞা
৪৪ ও গোঁয়ার হইয়া পর্ব্বতে গেলা। তখন সে
পর্ব্বতবাসী আমরীরা তোমারদের সহিত রণ করিতে
আসিয়া মৌমাছির মত খেদাইয়া দিল ও নষ্ট
৪৫ করিল তোমারদিগকে শঈরে হর্ম্মা পর্য্যন্ত। পরে
তোমরা ফিরিলা ও ক্রন্দন করিলা যিহুহার সাক্ষাতে
কিন্তু যিহুহা মানিলেন না তোমারদের কথা ও
৪৬ শুনিলেন না তোমারদিগকে। অতএব তোমরা
কদেশে বাস করিলা অনেক দিন সে দিনানুযায়ি
যাহা তোমরা থাকিলা সে স্থানে।

পর্ব্ব পরে আমরা ফিরিলাম এবং অরন্যেতে যাত্রা
২ করিলাম উরারি সমুদ্রের পথ দিয়া যেমন য়িহুহা বলিয়া
ছিলেন আমাকে এবং আমরা বেড়িলাম শঈর
২ পর্ব্বতে অনেক দিন। পরে য়িহুহা এ কথা কহিলেন
৩ আমাকে। তোমরা বহুকাল এ পর্ব্বতে বেড়িয়া
৪ থাকিয়াছে ফির উত্তরদিগে। ও লোককে এ আজ্ঞা
দেও তোমারদের যাইতে হইবে তোমারদের ভ্রাতাগন
উশার সন্তানের সীমা দিয়া যাহারা বাস করে
শঈরে ও তাহারা ভীত হইবে তোমারদেরার্থে
৫ অতএব সাবধান হও কিছু করিও না তাহারদিগকে
আমি দিব না তোমারদিগকে তাহারদের এক পা ওসার
ভুমি কেননা আমি দিয়াছি শঈরপর্ব্বত উশাকে
৬ অধিকারের কারন। তোমারদের খাইবার কারণ
টাকা দিয়া ক্রয় কর তাহারদের ঠাঁই ও পীবার
কারন টাকা দিয়া জল কিন তাহারদের ঠাঁই কেননা
৭ তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহা আশীষ দিয়াছেন
তোমাকে তোমার হাতের সকল কার্য্যে তিনি
জানেন তোমার ভ্রমন এ বড় কাননে এ চল্লিশ
বৎসর তোমার ঈশ্বর য়িহুহা তোমার সহিত
৮ থাকিয়া তোমার কিছু কমি ছিল না। তৎপরে
আমারদের শঈর বাসী উশার সন্তান ভাইকে
ছাড়িয়া গেলাম সমান ভুমির সে পথ দিয়া
যাহা যায় আইলত ও উজীন গবর হইতে পরে
আমরা ফিরিয়া গেলাম মোয়াবের বনের পথে।
৯ এবং য়িহুহা বলিলেন আমাকে দুঃখ দিও না

মোয়াবীরদিগকে যুদ্ধ করিও না তাহারদের সহিত
আমি দিব না তাহারদের দেশ তোমাকে অধি
কারের নিমিত্ত কেননা উর দিয়াছি লোটের সন্তানকে
১০ অধিকারের কারণ। আমীরা বাস করিল সেখানে
পূর্ব্ব কালে সেই লোক বড় ও অনেক ও লম্বা
১১ উনাকীরদের ন্যায়। যাহারা ও পূর্ব্ব কালে বীর
বিখ্যাত ছিল উনাকীরদের মত কিন্তু মোয়াবীরা বলে
১২ তাহারদের নাম আমী। হোরীরা ও পূর্ব্ব কাল
বাস করিল শঈরে কিন্তু ঊশার সন্তান তাহারদের
বদলে আইল ও তাহারদিগকে তাহারদের সন্মুখ
হইতে সংহার করিয়া বাস করিল তাহারদের
দেশে যেমত য়িশ্রাল ও করিল তাহার অধিকার
১৩ দেশে যাহা য়িহুহা দিলেন তাহারদিগকে। এখন
উঠ জরদ নদী পার হও তাহাতে আমরা জরদ নদী
১৪ পার হইলাম। ও যে দিন আমরা আইলাম কদশ
বরণা হইতে জরদ নদী পার হওন পর্য্যন্ত তাহা
আটত্রিশ বৎসর সকল যোদ্ধা লোক ক্ষয় হওন
পর্য্যন্ত সৈন্য হইতে যেমত য়িহুহা কিরা করিয়াছিলেন
১৫ তাহারদিগকে। য়িহুহার হাত অবশ্য ছিল তাহার
দের বিপরিতে তাহারদিগকে সংহার করিতে সৈন্য
হইতে তাহারদের সর্ব্বনাশ হওন পর্য্যন্ত।

১৬ সকল যোদ্ধা লোক সংহার ও মরা লোকেরদের
১৭ মধ্যে হইতে হইলে য়িহুহা কহিলেন এ কথা
১৮ আমাকে। আজি তোমারদের যাইতে হবে
১৯ মোয়াবের সীমা উর দিয়া। উমনের সন্তানের

সন্মুখে পোঁছিলে দুঃখ দিও না ও ছোইও না
তাহারদিগকে আমি উমনের সন্তানের কিছু ভূমি
অধিকার দিব না তোমাকে কেননা তাহা দিয়াছি
২০ লোটের সন্তানেরদিগকে অধিকারের কারনা তাহা
ও বীরের দেশ বিখ্যাত ছিল পূর্ব্ব কালে বীরগন
বাস করিল সে স্থানে ও উমনীরা বলে তাহার
২১ দের নাম জমজমী । সেই লোক বড় এবং অনেক ও
লম্বা উনাকীরদের মত কিন্তু য়িহুহা সংহার করিলেন
তাহারদিগকে তাহারদের অগ্রে ও তাহারা তাহার
দের পরে হইয়া বাস করিল তাহারদের স্থানে।
২২ যেমত করিলেন উশার সন্তানেরদিগকে যে বসতি
করিল শঈরে যখন সংহার করিলেন হোরীগন
তাহারদের অগ্রে তাহারা তাহারদের পরে হইয়া
বসতি করিল তাহারদের স্থানে আজি পর্য্যন্ত।
২৩ ওঈরা ও যে বাস করিল হজরিমে উজা পর্য্যন্ত
খাপ্তুরী যে আইল খাপ্তুর হইতে তাহারদিগকে
সংহার করিয়া বাস করিল তাহারদের স্থানে ।
২৪ ওঠ প্রস্থান কর আর্নন নদী পার হও দেখ আমি
দিয়াছি হশবোনের রাজা সীহন আমোরী ও তাহার
দেশ তোমার হাতে তাহার অধিকার লইতে আরম্ভ
২৫ কর ও যুদ্ধ কর তাহার সহিত । আজি তোমার
ত্রাস ও ভয় দিতে লাগিব বর্নগনের উপর যাহারা
সমুদায় স্বর্গের নিচে যাহারা তোমার বিবরন শুনিয়া
কম্পমান ও মনস্তাপিত হইবে তোমার বিষয় ।
২৬ তৎকালে আমি দূত পাঠাইলাম কদমোত অরন্য

হইতে হ্ক্শবোন রাজা সীহ্নের কাছে এই কুশল
২৭ কথা কহিতে। যাইতে দেহ আমাকে তোমার
দেশ দিয়া আমি বড় পথ দিয়া যাইব আমি দক্ষিণে
২৮ কি বামে ফিরিব না। টাকা লইয়া খাইবার দিও
আমাকে ও পীবার জল দিও আমাকে টাকা লইয়া
২৯ আমি কেবল পা দিয়া যাইব। যে মত ঐশার
সন্তান যে বাস করে শঈরে ও ঊর বাসী মোয়াবীরা
করিল আমাকে আমার য়িৰ্দ্দন পার হওন পর্য্যন্ত
সে দেশে যাহা আমারদের ঈশ্বর য়িহ্বহা দেন
৩০ আমারদিগকে। কিন্তু হ্ক্শবোনের রাজা সীহ্ন
যাইতে দিল না আমারদিগকে তাহার নিকট তোমার
ঈশ্বর য়িহ্বহাই কঠিন করাইলেন তাহার মন ও একগুঁয়া
করাইলেন তাহার অন্তঃকরন তাহাকে গচ্ছিত করিতে
৩১ তোমার হাতে যেমত আজি দেখা যায়। য়িহ্বহা বলিলেন
আমাকে দেখ আমি সীহ্ন ও তাহার দেশ দিতে
আরম্ভ করিয়াছি তোমার সন্মুখে তাহার অধিকার
লইতে প্রবর্ত্ত হও তোমার সে তাহার দেশ পাওনের
৩২ জন্য। তখন সীহ্ন আমারদের বিপরিতে আইল
সে ও তাহার সকল লোক যুদ্ধ করিতে য়িহ্কচে।
৩৩ ও আমারদের ঈশ্বর য়িহ্বহা তাহাকে আমারদের
করতল করাইলেন ও আমরা মারিলাম তাহাকে ও
৩৪ তাহার পুত্রগনকে ও তাহার সকল লোককে। সে
কালে আমরা তাহার সকল সহর লইয়া ঘোলয়ানা
সংহার করিলাম প্রতি সহরের পুরুষ নারী ও
৩৫ বালকাদি আমরা এক জনকে রাখিলাম না। কেবল

পশু ও পরাজিত সহরের লুট আমরা লইলাম
৩৬ আপনারদের জন্য। ওরওর হইতে যাহা আর্নন নদীর
কেনারায় ও নদীর নিকট সহর হইতে গলওদ পর্য্যন্ত
এক সহরই ছিল না আমারদিগ হইতে শক্ত আমার
৩৭ দের ঈশ্বর য়িহুয়া সকলে দিলেন আমারদিগকে।
কেবল ওমনের সন্তানের দেশের নিকট তোমরা
গেলা না কিম্বা য়িবক নদীর কোন স্থানে ও পর্ব্বতের
সহরে কিম্বা কোন স্থানে যাহা তোমারদের ঈশ্বর
য়িহুহা মানা করিলেন আমারদিগকে।

পর্ব্ব পরে আমরা ফিরিয়া বশনের পথ দিয়া গেলাম
৩ ও বশনের ওগ রাজা ও তাহার সকল লোক যুদ্ধ
২ করিতে আইল আমারদের সহিত আদরঈতে। তখন
য়িহুহা বলিলেন আমাকে ভয় করিও না তাহাকে
আমি দিব তাহাকে ও তাহার সকল লোক ও তাহার
দেশ তোমার হাতে কর তাহাকে যেমন করিয়াছ
আমরীরদের রাজা সীহনকে যে বাস করিল
৩ হুশবোনে। অতএব আমারদের ঈশ্বর য়িহুহা দিলেন
বশনের রাজা ওগ ও তাহার সকল লোককে আমার
দের হাতে এবং আমরা মারিলাম তাহাকে যেমন তাহার
৪ কেহ থাকিল না তৎকাল আমরা ধরিলাম তাহার
সকল সহর তাহারদের এক সহর ছিল না যাহা
আমরা লইলাম না ষাইট সহর আর্গব সকল দেশ
৫ বশনের রাজা ওগের সমস্ত রাজ্যই এ সমস্ত সহর
ছিল দেয়াল ও দ্বার ও হলকা বেড়া অদেয়ালি অনেক

৬ সহর ছাড়া   তখন আমরা তাহা যোলয়ানা নষ্ট
করিলাম যেমন করিয়াছিলাম স্কশবোনের রাজা
সীহ্নকে পুতি সহরের পুরুষ নারী বালকাদি
৭ সংহার করিয়া কিন্তু সে সহরের সমস্ত পশু ও লুট
৮ আপনারদের জন্য লইলাম। সে সময় আমরা কাড়িয়া
লইলাম আমরীরদের দুই রাজার হাত হইতে সে
সকল ভূমি যাহা য়িৰ্দ্দনের এ পার আর্নন নদী হইতে
৯ হ্মরমোন পর্ব্বত পর্য্যন্ত। ছীদনীরা হ্মরমোনের নাম
১০ বলে শরীন কিন্তু আমরীরা তাহা বলে শনীর। সমান
ভূমির সকল সহর ও সমস্ত গিলউদ ও সকল বশন
সালখা পর্য্যন্ত ও আদরঈ ওগের রাজ্যের সহর
১১ বশনে। বীরগনের বক্রি থাকিল কেবল বশনের ওগ
রাজা দেখ তাহার খাট একটা লোহার খাট তাহা
সম্প্রতি নহে ঊমনের সন্তানের রাবতে তাহার দীর্ঘ নয়
১২ হাত ও পুস্থ চারি হাত মানুষের হাতের পুমানে। সেই
সময় আমরা এ দেশ অধিকার পাইলাম ঊরুঊর হইতে
যাহা আর্নন নদীর নিকট ও গিলউদ পর্ব্বতের অর্দ্ধ
পরে তাহার সহর দিলাম রাওবনী ও গাদীরদিগকে।
১৩ ও গিলউদের যাহা বক্রি ও সকল বশন তাহাই
ওগের রাজ্য আমি দিলাম মনশার অর্দ্ধ গোষ্ঠীকে
আর্গোব সকল দেশ ও বশনের সমস্ত যাহা কহা
১৪ গেল রীরের দেশ।   মনশার সন্তান য়িয়াইর লইল
আর্গোব দেশের সকল গিশরির সীমা পর্য্যন্ত ও
মঁখাথি ও তাহারদের নাম রাখিল আপনার

শাযের মত বশন যিয়ারের নগর আজি পর্য্যন্ত ।
১৫ গিলউদ ও আমি দিলাম মখিরকে । ও রাওবনী ও
১৬ গাদীরদিগকে আমি দিলাম গিলউদ হইতে আর্নন
নদী পর্য্যন্ত মাটের অর্দ্ধ ও সীমা যিবক নদী
১৭ পর্য্যন্ত তাহা ওমনের সন্তানের সীমানা। সমান
ভূমি ও যির্দ্দন ও তাহার সীমা মনরত হইতে
সমুদ্রের সমান ভূমি পর্য্যন্ত তাহা লবন সমুদ্র
আশদত পস্গার নিচে পূর্ব্ব দিগে ।
১৮ সে সময় আমি এ আজ্ঞা দিলাম তোমারদিগকে
তোমারদের ঈশ্বর যিহ্বহা দিয়াছেন এ দেশ তোমার
দিগকে অধিকারার্থ তোমরা সাজ হইয়া পার হও
তোমারদের ভ্রাতাগন যিশরালের সন্তানেরদের আগে
১৯ সকলে যহারা রণ করিতে ওচিত । কিন্তু তোমারদের
জায়া বালকাদি ও তোমারদের পশু । আমি জানিই
তোমারদের অনেক পশু আছে । তাহারা থাকিবে
২০ তোমার সহরে যাহা দিয়াছি তোমারদিগকে যিহ্বহা
তোমারদের ভ্রাতারদিগকে বিশ্রাম দেওন পর্য্যন্ত যে
মত তোমারদিগকে ও তাহারা সে দেশ অধিকার
পাওন পর্য্যন্ত যাহা যিহ্বহা দিতেছেন তাহারদিগকে
যির্দ্দনের ও পার । তারপর তোমরা প্রতি জন ফির
আপন২ অধিকারে যাহা আমি দিয়াছি তোমারদিগকে

২১ সে কালে আমি আজ্ঞা দিলাম যিহোশুয়াঁকে যাহা
যিহ্বহা তোমারদের ঈশ্বর করিয়াছেন এই দুই রাজা
কে তাহা তুমি দেখিয়াছ সেই মত যিহ্বহা করিবেন

২২ সে সকল রাজ্যকে যেখানে যাইতেছ । ভয় করিও না
তাহারদিগকে তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহা তিনিই যুদ্ধ
২৩ করিবেন তোমারদের কারনে   সে সময় আমি ও
২৪ প্রার্থনা করিলাম য়িহুহার কাছে ওহে য়িহুহা
ভগবান তুমি দেখাইতে অরম্ভ করিয়াছ তোমার
মহত্বতা ও শক্তি হাত তোমার চাকরেরদিগকে স্বর্গ
কিম্বা পৃথিবীর কোন প্রভু করিতে পারে তোমার
২৫ ক্রিয়া ও তোমার পরাক্রমের মত।   আমি নিবেদন
করি আমাকে যাইতে দেহ য়ির্দ্দনের ও পার সে ভাল
২৬ দেশ সে সুন্দর পর্ব্বত ও লবানন দেখিতে ।   কিন্তু
য়িহুহা ক্রোধিত ছিলেন আমার ওপর তোমারদেরার্থে
ও শুনিলেন না আমার কথা য়িহুহাই বলিলেন
আমাকে প্রশান্ত হও   এ বিষয় আর কহিও না
২৭ আমাকে ।   পস্গার মাথায় চলহ এবং তোমার চক্ষু
ওঠ করিয়া দৃষ্টি কর সমুদ্র ও ওত্তর ও দক্ষিন ও
পুর্ব্বদিগে ও চক্ষু দিয়া তাহা দেখ কেননা তুমি এ
২৮ য়ির্দ্দনের ও পার হইতে পারা না   কিন্তু আজ্ঞা কর
ও আশ্বাস দিও য়িহোশুয়াঁকে ও বলবান করাও
তাহাকে সেই পার হইয়া যাবে এ লোকের আগে ও
তাহারদিগকে সে দেশ অধিকার দেয়াইবে যাহা
তুমি দেখিতে পাইবা ।   অতএব আমরা থাকিলাম
সে মাটে বীত ফগোরের সন্মুখে ।

পর্ব্ব   অতএব য়িশরালরে তোমারদের করনার্থে অবধান
৪ কর সে সকল বিধি ও ব্যাবস্থা যাহা আমি

শিক্ষাইলাম তোমারদিগকে তোমারদের বাঁচন ও
ভিতরে যাইয়া সে দেশাধিকার পাওনার্থে যাহা তোমার
দের পিতৃরদের ঈশ্বর য়িহুহা দেন তোমারদিগকে।
২ যে কথা আমি আজ্ঞা দেই তোমারদিগকে তাহা কিছু
বেশি কি কমি করিও না তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার
আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত যাহা আমি দেই তোমার
৩ দিগকে। তোমারদের চক্ষু দেখিয়াছে যাহাং য়িহুহা
করিলেন বাউল ফওোরের হেতু যেং লোক ছিল বাউল
ফওোরের পশ্চাত গামী য়িহুহা তোমার ঈশ্বর সংহার
করিয়াছেন সে সকলকে তোমারদের মধ্যে হইতে।
৪ কিন্তু তোমরা যে থাকিলা তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার
৫ সহিত আজি প্রতি জন জীবত আছ। দেখ যেমত
আমার ঈশ্বর য়িহুহা আজ্ঞা দিলেন আমাকে
তেমন শিক্ষাইয়াছি বিধি ও ব্যবস্থা তোমারদিগকে
তোমারদের তাহা করনের জন্য সে দেশে যাহার
৬ অধিকার পাইতে যাইতেছ অতএব তোমরা পালন
করিয়া কর তাহা কেননা এই তোমারদের জ্ঞান
ও বুদ্ধি সে বর্নেরদের গোচরে যাহারা এ সকল বিধি
শুনিয়া বলিবে নিতান্ত এ বড় বর্ন আছে জ্ঞানবান ও
৭ বুদ্ধিবান লোক। আর কি বর্ন এত বড় আছে যাহার
ঈশ্বর এমন নিকট যে আমারদের ঈশ্বর য়িহুহা
আছেন সমস্ত কার্য্যে যাহার কারন আমরা নিবেদন
৮ করি তাহাকে। ও আর কি বর্ন এত বড় আছে যাহার
এমত প্রকৃত বিধি ও ব্যবস্থা এ শাস্ত্রের মত যাহা
৯ আমি আজি দিতেছি তোমারদের গোচরে। কেবল

সাবধান আপনার প্রান যত্ন করিয়া রক্ষা কর পাছে
যেং কার্য্য তোমার চক্ষু দেখিয়াছে বিস্মৃতি হয় ও যায়
তোমার অন্তঃকরন হইতে তোমার সকল প্রমায়ুতে
কিন্তু শিক্ষা করাও তাহা তোমার পুত্র পৌত্রগিনকে।
১০ সেই দিন যাহাতে স্বরবে দাণ্ডাইয়াছ তোমারদের
ঈশ্বর য়িহুহার সাক্ষাত যখন য়িহুহা কহিলেন
আমাকে লোককে একত্র কর পরে আমার কথা
শুনাইব তাহারদিগকে যেন তাহারা শিক্ষা করিবে
আমাকে ভয় করিতে তাহারদের সকল প্রমায়ু পৃথিবীতে
ও যেন শিক্ষাইবে তাহা তাহারদের সন্তানকে।
১১ এবং তোমরা নিকট আসিয়া দাণ্ডাইলা পর্ব্বতের
নিচে তৎকালে পর্ব্বত অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল স্বর্গের
মধ্যখান পর্য্যন্ত অন্ধকার ও মেঘ ও ঘোর অন্ধকারে।
১২ এবং য়িহুহা এ কথা কহিলেন তোমারদিগকে অগ্নির
মধ্যে থাকিয়া। তোমরা শুনিলা সে কথার শব্দ কিন্তু
১৩ কোন মূর্ত্তি দেখিলা না কেবল রব শুনিলা। তখন
তিনি তাহার বন্ধোবস্তু প্রকাশ করিলেন তোমারদের
তাহা করনের কারন দশ আজ্ঞাই এবং তিনি
লেখিলেন তাহা দুই পাথরের তক্তায়।
১৪ সে সময় য়িহুহা আজ্ঞা দিলেন আমাকে
শিক্ষা করাইতে তোহারদিগকে বিধি ও ব্যবস্থা
তোমারদের তাহা করণের জন্য সে দেশে যাহার
১৫ অধিকার পাওনার্থে পার হইতেছ। যে দিন য়িহুহা
কহিলেন তোমারদিগকে স্বরবে অগ্নির মধ্যে
থাকিয়া সে দিন তোমরা কোন প্রকার মূর্ত্তি দেখিলা

১৬ না অতএব বড় সাবধান কর তোমরা। পাছে
আপনারদিগকে নষ্ট করিয়া খোদকারি প্রতিমা
১৭ বানাও কোন বস্তুর মুর্ত্তি পুরুষ রূপ কি স্ত্রী রূপ কি
পৃথিবীর ওপরের কোন জন্তুর রূপ কি ওড়নীয় পক্ষীর
১৮ রূপ যে শূন্যেতে ওড়ে। কোন ওরঙ্গ রূপ যে মৃত্তিকায়
গতি করে কি কোন জীবের রূপ যে জলে থাকে
১৯ পৃথিবীর নিচে। পাছে তোমার চক্ষু স্বর্গেরদিগ
করিয়া সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র স্বর্গের সকল সৈন্য দেখিয়া
তাহারদের ভজনা করিতে ও সেবা করিতে মনাকর্ষিত
হবা যাহা য়িহুহা তোমার ঈশ্বর ভিন্ন২ করিয়া দিয়া
ছেন সমস্ত বর্নকে যাহারা সামুদায়ি স্বর্গের নিচে।
২০ কিন্তু য়িহুহা তোমারদিগকে লইয়া বাহি করিয়াছেন
সে লোহার আক্ষর তাহাই মিজর হইতে তাহার
অধিকার লোক হওনার্থে আজিকার মত য়িহুহা
২১ ও ক্রোধিত ছিলেন আমার ওপর তোমারদেরার্থে
ও কিরা করিয়া বলিলেন যে আমি য়িৰ্দ্দনের পার
হইব না এবং যাইতে পাইব না সে ভাল দেশে যাহার
অধিকার তোমার ঈশ্বর য়িহুহা দিয়াছেন তোমাকে।
২২ কিন্তু আমার মরিতে হবে এ দেশে আমি য়িৰ্দ্দনের
পার হইত পাইব না তোমরা পার হইবা সে ভাল দেশের
২৩ অধিকার পাইতে অতএব সাবধান তোমরা পাছে
তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার বন্দোবস্ত যাহা তিনি
করিলেন তোমারদের সহিত বিস্মৃতি হয় ও আপনার
দের কারন বনাও খোদকারি প্রতিমা কোন বস্তুর
রূপে যাহা তোমার ঈশ্বর য়িহুহা মানা করিলেন

২৪ তোমাকে। তোমার ঈশ্বর য়িহুহা আছেন সর্ব্বনাশক
২৫ অগ্নি ও স্বুনা প্রভু। তুমি যদি সন্তান ও সন্তানের
সন্তান জন্ম দিয়া ও বহু কাল দেশে বাস করিয়া আ
পনারদিগকে নষ্ট করিবা ও গড়িবা কোন খোদকারি
প্রতিমা কি কোন প্রকার প্রতিমূর্ত্তি ও কুক্রিয়া করিবা
তোমারদের ঈশ্বর য়িহুহার গোচরে ক্রোধ করাইতে
২৬ তাহাকে। আজি আমি স্বর্গ ও পৃথিবী সাক্ষী করাই
তোমারদের বিপরিতে যে তোমরা ত্বরায় খোলয়ানা
ক্ষয় হইবা সে দেশ হইতে যাহার অধিকার লইতে
যর্দ্দনের পার হইবা তোমারদের বহুকাল স্থিতি
হবে না তাহার ওপর কিন্তু খলোয়ানা সংহার
২৭ হইবা। য়িহুহা ও ছিন্ন ভিন্ন করিবেন তোমার
দিগকে বর্ণগানের মধ্যে ও তোমরা অল্প হইয়া থাকিবা
প্রতিমা পূজকেরদের মধ্যে যেখানে য়িহুহা লইয়া
২৮ যাবেন তোমারদিগকে। এবং সেখানেতোমরা মনুষ্য
হস্তকৃত দেবতার সেবা করিবা কাষ্ঠ ও পাথর যাহা
দেখে না শুনে না খায়ে না গন্ধ পায় না। কিন্তু
২৯ য়িহুহা তোমার ঈশ্বরকে সেখান থাকিয়া যদি চেষ্টা
কর তবে তোমার সকল অন্তঃকরণ ও প্রাণ দিয়া
৩০ তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইয়া। এ সকল বিষয় তোমার
ওপর আইলে তোমার বড় দুর্গতিতে শেষ দিনেই তখন
তোমার ঈশ্বর য়িহুহার দিগে ফিরিয়া যদি মান তাহার
৩১ কথা। তোমার ঈশ্বর য়িহুহা দয়াল প্রভুই। তবে তিনি
ত্যাগ করিবেন না ও সংহার করিবেন না তোমাকে
ও তোমার পিতৃ বন্দোবস্ত যাহা কিরায় করিলেন

৩২ তাহারদিগকে তাহার ও বিস্মৃতি হইবে না। এখন
জিজ্ঞাসা কর গত কালের ঠাঁই যাহা ছিল তোমারদের
পূর্ব্বে সে দিন অবধিই যাহাতে ঈশ্বর সৃজন
করিলেন মানুষকে পৃথিবীর উপর ও স্বর্গের এক
দিগ হইতে অন্যদিগ পর্য্যন্ত যদি এ মহা কার্য্যের
মত হইয়াছিল কি তাহার মত শুবনেতে গেল।
৩৩ কোন লোক ঈশ্বরের রব অগ্নির মধ্যে থাকিয়া
কহিতেং শুনিয়া বাঁচে যেমন তুমি শুনিয়াছ।
৩৪ কিম্বা ঈশ্বর যাইয়া অন্য বর্ণের মধ্যে হইতে বর্ণ
লইতে লাগিয়াছেন পরিক্ষা ও চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ও
যুদ্ধ ও পরাক্রান্ত হাত করিয়া ও ভুজ বাড়াইয়া এবং
মহা ভয়ঙ্কর ক্রিয়া দেখাইয়া সে সকলানুযায়ি যাহা
যিহুহা তোমারদের ঈশ্বর করিয়াছেন তোমারদের
৩৫ গোচরে মিসরে তোমারদের কারন তাহা দেখাইয়া
ছিল তোমাকে তোমার জানিবার জন্য যে যিহুহা আছেন
৩৬ ঈশ্বর তিনি বই আর কেহ নহে। তিনি স্বর্গ থাকিয়া
তাহার রব শুনাইলেন তোমার ঠাঁই তোমাকে শিক্ষা
করানার্থে ও পৃথিবীতে দেখাইলেন তাহার মাহা
আগুন তোমাকে ও তুমি শুনিতে পাইলা তাহার কথা
৩৭ অগ্নির মধ্যে থাকিয়া। তিনি প্রেম করিলেন তোমার
পিতৃগনকে তেকারনে পশন্দ করিলেন তাহারদের
সন্তানেরদিগকে তাহারদের পরে ও তাহার মহা
পরাক্রমে বাহিরে আনিলেন তোমাকে মিসর হইতে
৩৮ তাহার গোচরে বর্ণ তোমা হইতে বড় এবং শক্তি
খেদাইয়া দেওন ও তোমাকে ভিতরে আনন ও তাহার

দের দেশাধিকার দেওনার্থে তোমাকে যে যত
৩৯ আজি। অতএব আজি জ্ঞাত হও ও মনে কর যে
য়িহুহা আছেন ঈশ্বর ঊর্দ্ধ স্বর্গে এবং অধর
৪০ পৃথিবীতে আর কেহ নহে অতএব মান তাহার
বিধি ও আজ্ঞা যাহা আমি আজি দিতেছি তোমাকে
তোমার ও তোমার পরে তোমার সন্তানের ভাগ্য
হওনের নিমিত্ত ও তোমার বহুকাল স্থিতি হওনার্থে
সে ভূমিতে যাহা তোমার ঈশ্বর য়িহুহা সদা
কালার্থে দিতেছেন তোমাকে।

৪১ তখন মোশা আলাদা করিল তিনটা সহর
৪২ য়িৰ্দ্দনের এ পার সূর্য্যোদয়েরদিগে হত্যাকর্ত্তা যে
অকস্মাৎ হত্যা করে তাহার প্রতিবাসী ও পূর্ব্বকাল
ঘৃনা করিল না তাহাকে সেখানে পলায়নের কারন
সে জন ইহার কোন এক সহরে পলাইয়া বাঁচিবে।
৪৩ অরন্যে বচর রাঙবনীরদের সমান ভূমিতে ও
গাদীরদের গিলওদে রামত ও মানশীরদের বশনে
৪৪ গলন। এই ব্যবস্থা যাহা মোশা দিলেন য়িশরালের
৪৫ সন্তানেরদের অগ্রে। এই সে সাক্ষী ও বিধি ও ব্যবস্থা
যাহা মোশা কহিলেন য়িশরালের সন্তানেরদিগকে
৪৬ তাহারদের মিশর হইতে আইসনের পরে য়িৰ্দ্দনের
এ পার বীতফগোরের সন্মুখ মাটে আমরীরদের
হশবোন বাসী সীহন রাজার দেশে যাহাকে মোশা ও
য়িশরালের সন্তানেরা মারিল তাহারদের মিশর
৪৭ হইতে যাওনের পরে এবং তাহারা তাহার দেশ ও

বশনের ভোগ রাজার দেশাধিকার পাইল আমরীর
দের দুই রাজাই যে য়িৰ্দ্দনের এ পার সূর্য্যোদয়ের
৪৮ দিগে । আর্নন নদীর পারে ওরওর হইতে শীয়ন
৪৯ পর্ব্বত তাহাই হ্মরমোন পর্য্যন্ত য়িৰ্দ্দনের এ পার
পূর্ব্বদিগে সকল মাট সে মাটের সমুদ্র পর্য্যন্ত
পসগার ওনইর নিচে ।

পর্ব্ব ৫ পরে মোশা য়িশরালের সকলকে ডাকিয়া বলিল
হে য়িশরাল অবধান কর সে বিধি ও ব্যাবস্থা
যাহা আমি আজি কহি তোমারদের কর্ণে তোমার
২ দের তাহা শিক্ষন ও মানন ও করনের জন্য । আমার
দের ঈশ্বর য়িহুহা বন্দোবস্ত করিলেন আমারদের
৩ সহিত হ্মরবে । য়িহুহা এ বন্দোবস্ত করিলেন না
আমারদের পিতৃদের সহিত কিন্তু আমারদের
সহিত তাহাই আমারা যে আজি সকল জীবত
৪ আছে । য়িহুহা কথা কহিলেন মুখামুখে
তোমারদের সহিত পর্ব্বতে অগ্নির মধ্যে থাকিয়া
৫ তোমরা ছিল বড় ভয়ার্থ সে অগ্নির হেতু ও গেলা
না পর্ব্বতে অতএব সে সময় আমি ডাণ্ডাইলাম
তোমারদের ও য়িহুহার মধ্যস্থলে য়িহুহার কথা
জানাইতে তোমার দিগাকে । তিনি বলিলেন
৬ আমি তোমার ঈশ্বর য়িহুয়া যে আনিলাম তোমার
দিগাকে মিসর দেশ হইতে গোলামের বাসা হইতেই ।
৭ তোমার আর কোন ঈশ্বর হওক না আমার গোচরে
৮ কোন খোদকারি প্রতিমা নির্ম্মান করিও না কোন